ময়না কোথায় !

কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোক্‌লা-দিগম্বর,

মুক্তামালা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ, ১৩১০ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা।

PRINTED BY K. C. CHAKRAVARTTY,
GIRISH PRINTING WORKS,
52 SUKEA STREET, CALCUTTA.

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

ময়না কোথায়!

প্রথম অধ্যায়

দুই জন বালক।

ধরণীধর মণ্ডল ধনবান্ লোক। তিনি কলিকাতায় বাস করেন। বাহিরে তাঁহার জমিদারী আছে।

মণ্ডল মহাশয় পাঁচ ছয়টি ছেলেকে অন্ন দেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া তাহারা স্কুলে বিদ্যা অধ্যয়ন করে। তাহাদের মধ্যে দুইটি বালকের সহিত এই গল্পের সম্বন্ধ,—একজনের নাম যাদব মুস্তফি, বয়স বার বৎসর। আর একজনের নাম নরোত্তম নাশ্চটক্, বয়স দশ বৎসর। দুইজনেই এক জাতি,—ব্রাহ্মণ; কিন্তু অন্য কোনও সম্পর্ক নাই। দুই-জনেরই পিতা মণ্ডল মহাশয়ের জমিদারীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাছারিতে কাজ করেন। জমিদারী-সেরেস্তায় বেতন সামান্য। অন্য দিক্ হইতে কিছু কিছু পাওনা আছে; তাই, সে বেতনে ইঁহারা সংসার চালাইতে-

পারেন। বাসাখরচ দিয়া পুত্রকে কলিকাতায় রাখেন, সে ক্ষমতা তাঁহা-দের নাই। সে জন্য মনিব মণ্ডল মহাশয়কে বলিয়া দুই জন পিতা আপন আপন পুত্রকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়াছেন।

যাদব মুস্তফি ও নরোত্তম মাশ্চটক্ এক ঘরে বাস করে, এক স্কুলে পড়ে, একসঙ্গে খেলা করে। দুইজনে বড় ভাব। যাদব বড়, মাশ্চটক্‌কে সে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করে। অন্য বালকের সঙ্গে ঝগড়া হইলে, যাদব তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করে।

কিন্তু দুই জনের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। যাদব বলিষ্ঠ, নরোত্তম রুগ্ন ও দুর্ব্বল। যাদব উদ্ধতস্বভাব-বিশিষ্ট, অল্পেই রাগিয়া যায়; কিন্তু তৎক্ষণাৎ শীতল হয়। তাহার পর, আর সে কথা তাহার মনে থাকে না। নরোত্তম ধীর, সহজে রাগে না; কাহারও উপর রাগ হইলে মনে মনে তাহা রাখিয়া দেয়, কখন তাহাকে ক্ষমা করে না, তাহার অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই ছিদ্র অন্বেষণ করে। যাদবের পেটে কথা থাকে না, মনে যাহা হয়, তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া ফেলে। নরোত্তমের মনের কথা কেহ পায় না। নিজের ভাল হবে, কি মন্দ হবে, যাদব সে চিন্তা কখনও করে না। নরোত্তম সর্ব্বদাই নিজের মঙ্গলের চেষ্টা করে। যাদব কখনও হাতে একটি পয়সা রাখে না, হয় গরীব দুঃখীকে দিয়া ফেলে, না হয়, খাবার কিনিয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত ভাগ করিয়া খায়। নরোত্তম কখনও একটি পয়সা খরচ করে না। ফল কথা, নরোত্তমের সুবুদ্ধি ও নম্র প্রকৃতির জন্য সকলেই তাহাকে প্রশংসা করে; যাদবের কেহ প্রশংসা করে না। পিতা মাতারা আপনাদের পুত্রদিগকে বলেন,—"আহা! নরোত্তম কি সোণার ছেলে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। তোমরা তাহার মত হইও। যাদবের মত যেন হইও না।"

একদিন বৈকাল বেলা যাদব একলা বেড়াইতে গিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসিয়া সে দেখিল যে, নরোত্তম বিছানায় পড়িয়া আছে।

যাদব জিজ্ঞাসা করিল,—"নরোত্তম, শুইয়া আছ কেন ভাই? তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নরোত্তম কোনও উত্তর করিল না, উঠিয়া বসিল না, কেবল ফোঁশ ফোঁশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। যাদব আলো জ্বালিল। তাহার পর পুনরায়—"কি হইয়াছে, ভাই?"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া নরোত্তমকে সে চিৎ করিতে চেষ্টা করিল। নরোত্তম জোরে বালিশ ধরিয়া রহিল।

যাদবের দৃষ্টি দেয়ালের দিকে পড়িল। অনেক কষ্টে বহুদিন হইতে এক আধ পয়সা রাখিয়া নরোত্তম সাড়ে তিন টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। দুই দিন পূর্ব্বে সেই টাকা দিয়া নরোত্তম একটি ঘড়ি ও একটি গিল্‌টির চেন কিনিয়াছিল। স্কুলে ঘড়িটি বড় বাহির করিত না; কিন্তু বাড়ীতে ও পথে ঘড়ি বাহির করিয়া পাঁচ মিনিট অন্তর সে সময় দেখিত। দুই বন্ধুতে আজ দুই দিন ঘড়ির আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। সম্মুখ দিকে সময় দেখা, পশ্চাৎ দিক্ খুলিয়া কল দেখা, ঘড়ির গল্প করা, ইহা ভিন্ন আজ দুই দিন দুই বন্ধুর অন্য কাজ ছিল না। নিজের বিছানার নিকট দেয়ালের গায়ে নরোত্তম ছোট একটি পেরেক পুতিয়াছিল। রাত্রিকালে ঘড়িটি সেই পেরেকে সে ঝুলাইয়া রাখিত।

যাদব জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঘড়ি কোথায়? তোমার কাছে আছে? ঘড়ি কাছে রাখিয়া শুইও না, চাপ পাইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। দাও পেরেকে রাখিয়া দিই।"

নরোত্তমের শোক এইবার উথলিয়া পড়িল। অতি দুঃখের সহিত সে কাঁদিতে লাগিল। যেন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

একটু সুস্থ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নরোত্তম বলিল,—"বৈকাল বেলা আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘড়ি বাহির করিয়া মাঝে মাঝে সময় দেখিতেছিলাম। একবার যেই বাহির করিয়াছি, আর কোথা হইতে অকস্মাৎ একটা লোক আসিয়া আমার হাত হইতে ঘড়ি কাড়িয়া,

লইল ও দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম ; কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিলাম না।"

এই কথা শুনিয়া যাদব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সেই ঘড়ি-চোর দেখিতে কিরূপ, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। যতদূর সাধ্য, নরোত্তম ঘড়ি-চোরের রূপ বর্ণনা করিল।

যাদব বলিল,—"তুমি কাঁদিও না। কা'ল প্রাতঃকালে আমি সেই লোকটার সন্ধানে বাহির হইব। যেখানে পাই, তাহাকে ধরিয়া তোমার ঘড়ি আনিয়া দিব।"

যাদবের একটি শালিক পাখী ছিল। একবার দেশে গিয়া যাদব এই পাখীর ছানাটি আনিয়াছিল। অতি শৈশব অবস্থায় পক্ষি-শাবককে বাসা হইতে আনিয়া যাদব তাহাকে পুষিয়াছিল। পাখীটি এখন বড় হইয়াছে, আর চমৎকার কথা কহিতে শিখিয়াছে। অনেকে তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পাখীটি কিনিতে চাহিয়াছিল। কেহ কেহ দশ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু পাখীটিকে যাদব প্রাণের চেয়ে ভাল বাসিত। অনেক প্রলোভনে পড়িয়াও সে তাহাকে বিক্রয় করে নাই। যাদব বলিত,—"প্রাণ থাকিতে আমি আমার পাখী ছাড়িতে পারিব না।"

পরদিন প্রত্যুষে যাদব খাঁচাটি হাতে করিয়া বাহির হইল। নয়টার পর সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া নরোত্তমের হাতে চেন-সম্বলিত ঘড়ি দিয়া বলিল,—"এই লও ; এই তোমার ঘড়ি লও।"

ঘড়ি দেখিয়া নরোত্তম ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করিয়া সে চোরের দেখা পাইলে ভাই ?"

যাদব উত্তর করিল,—"পুলীশে চোরকে ধরিয়াছিল। পুলীশের লোক আমাকে ঘড়ি দিয়াছে !"

ঘড়ি পাইয়া নরোত্তমের আনন্দের আর সীমা রহিল না। যাদবকে সে আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

"আমার হাত হইতে ঘড়ি কাড়িয়া লইল ও দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম।"

সেই দিন বৈকাল বেলা নরোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,— "ময়না কোথায় গেল? বারেণ্ডায় ময়নার খাঁচা নাই কেন?"

মাধবের শালিক পাখীর নাম ময়না ছিল। ময়নার নাম শুনিয়া মাধবের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেক কষ্টে চক্ষের জল নিবারণ করিয়া সে বলিল,— "ময়না? তাই তো ময়না কোথা গেল! তবে বোধ হয়, কেহ চুরি করিয়াছে। আমি অনুসন্ধান করিতে চলিলাম।"

এই কথা বলিয়া মাধব দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেল। ঘড়ি কোথা হইতে কিরূপে পুনরায় আসিয়াছে, নরোত্তম তাহা বুঝিতে পারিল। ময়নার নাম আর সে মুখে আনিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ও কে ?

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। একবার নরোত্তম নিদারুণ বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইল। বাঁচিবার কিছুমাত্র আশা ছিল না। মণ্ডল মহাশয় তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু যাদব অতি বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিল। যাদব বলিল,—"এক পার্শ্বে, দূরে একটি ঘর ছাড়িয়া দিন্। রোগীকে সেইস্থানে রাখিয়া আমি সেবা করিব। ব্রাহ্মণের ছেলেকে হাঁসপাতালে পাঠাইবেন না।

মণ্ডল মহাশয় দূরে একটি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। রোগীকে সেই ঘরে রাখিয়া যাদব তাহার সেবা করিতে লাগিল। প্রথম অবস্থায় ঘোর বিকার, ঘোর প্রলাপ, ভয়ঙ্কর চীৎকার! এই ভয়ানক রোগে সেরূপ চীৎকার শুনিলে বড় মানুষেরও আতঙ্ক হয়।

রাত্রি দুইটার সময় নরোত্তম উঠিয়া বসিত, আর চীৎকার করিয়া বলিত,—"ময়না কোথা গেল! ময়না কোথা গেল! ওঃ আমি বুঝিয়াছি! ময়না দিয়া সেই টুক্-টুক্ কিনিয়াছ!"

আবার কিছুক্ষণ পরে সে বলিত,—"রাঙা কাপড় পরিয়া কে ও মেয়ে মানুষটি শিয়রে বসিয়াছে ? ওর হাতে একটি ধামা আছে। বাপরে ! সে ধামায় এক ধামা বসন্ত ! আর ওর মুখে ও সব কি ? ও মা—ও মা ! বসন্ত !"

"ময়না কোথা গেল !—ময়না কোথা গেল !" নরোত্তম এইরূপ প্রলাপ বকিতেছিল।

নির্ভয়ে যাদব একলা দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি রোগীর নিকট বসিয়া রহিল। রোগীর শরীর ফুলিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। দেখিলে ত্রাস হয়। যাদব একলা নির্ভয়ে তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহার পর রোগীর শরীর পচিতে আরম্ভ হইল, যেন শরীরের সমুদয় মাংস পচিয়া গেল। কোনও স্থানে গর্ত্ত হইল, কোনও স্থানে হাড় বাহির হইয়া পড়িল, কোনও স্থান রোগী নিজ হাতে ছিঁড়িয়া রক্তে প্লাবিত করিল। দুর্গন্ধে বাড়ীতে লোক তিষ্ঠিতে পারে না। নিজে এই বিষম রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, যাদবের মনে সে ভয় একবারও উদয় হইল না। পূঁজ রক্ত, মল-মূত্র কিছুতেই যাদবের ঘৃণা নাই। যাদবের দিনে আহার নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, শ্রম নাই, ভয় নাই, ঘৃণা নাই। প্রাণপণে যাদব রোগীর সেবা করিতে লাগিল। অবশেষে, অনেক দিন পরে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। ডাক্তার, বৈদ্য ও প্রতিবেশিগণ সকলেই বলিলেন,—"যাদব ! কেবল তোমার সেবার বলেই রোগী এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইল। নরোত্তমের তুমি প্রাণ দান করিলে।"

অল্প দিন পরে যাদবের পিতা মাতার পরলোক হইল। স্কুল ছাড়িয়া যাদব কলিকাতায় কাজ কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার অল্পদিন পরে, নরোত্তমও স্কুল ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গেল। দুই বন্ধুতে এইরূপে অবশেষে ছাড়াছাড়ি হইল।

সওদাগর আফিসে যাদবের একটি কর্ম্ম হইল। কিছুদিন পরে, আফিসের আর এক জন বাবু তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, কন্যা-দায় হইতে মুক্ত হইলেন। যাদবের দেশে ভাই ভগিনী কেহই ছিল না। ম্যালেরিয়া জ্বরের জ্বালায় দেশে বাস করা ভার। দেশে তাঁহার মেটে ঘর, সামান্য একটি বাগান ও কয়েক বিঘা ভূমি ছিল। যাদব সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বড় হইয়া তাঁহার প্রকৃতি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। টাকাগুলির অর্দ্ধেক দেশে তিনি গরীব দুঃখীকে দিয়া আসিলেন। বাকি অর্দ্ধেক বন্ধু বান্ধবে তাঁহার নিকট হইতে ধার লইল; কিন্তু কেহ আর উপুড় হস্ত করিল না।

যাদব এখন বড় হইয়াছে, যাদবের কর্ম্মকাজ হইয়াছে, সে জন্য এখন আর তাঁহাকে যাদব বলিয়া আমাদের ডাকা উচিত নহে। এখন হইতে তাঁহাকে আমরা মুস্তফি মহাশয় বলিব। মুস্তফি মহাশয়ের ক্রমে ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন তাঁহার স্ত্রী বড় হইল, তখন একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে তিনি কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। মুস্তফি মহাশয়ের বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল বটে; কিন্তু সংসার সচ্ছল কখনই হইল না। মাহিনা পাইলে পথে গরীব দুঃখীকে তিনি অর্দ্ধেকের অধিক দিয়া আসিতেন। হাতে পয়সা না থাকিলে, কখনও কখনও তিনি গায়ের জামাটা অথবা চাদরখানা পর্য্যন্ত দিয়া আসিতেন। তাঁহার দ্বারে ক্ষুধার্ত্ত লোক আসিলে কখনও ফিরিত না। অনেক সময়ে তিনি নিজের ও স্ত্রীর বাড়া-ভাত ক্ষুধার্ত্তকে দিয়া সপরিবারে উপবাস করিয়া থাকিতেন।

মুস্তফি মহাশয়ের কিন্তু ঋণে বড় ভয় ছিল। উপবাসী থাকিতেন, তথাপি কখনও তিনি টাকা ধার করিতেন না; অথবা ধারে কোনও দ্রব্য ক্রয় করিতেন না। তিনি বলিতেন,—"আমার সাধ্যমতে আমি লোকের দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করিব। চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা

"হাতে পয়সা না থাকিলে, কখনও কখনও তিনি গায়ের জামাটা অথবা চাদরখানা পর্য্যন্ত দিয়া আসিতেন।"

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

করিয়া আমি দান খয়রাত করিব না। গোবিন্দ মামা ধূমধামের সহিত কালীপূজা করিতেন, পঞ্চ উপচারে অনেক লোককে ভোজন করাইতেন ও তাহার পর যখন তাঁহার পরলোক হইল, তখন রাঁড়ী-ভূঁড়ি মহলে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল। সকলের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া তিনি কালীপূজা করিতেন; সমস্ত জীবন কাটুনা কাটিয়া অতি দুঃখে, অতি কষ্টে তাহারা যৎসামান্য পাঁচ সাত টাকা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাই ধার লইয়া গোবিন্দ মামার কালীপূজা হইত। তাঁহাকে টাকা ধার দিয়া একজন বিধবা আত্মহত্যা করিয়াছিল। অসময়ে আমার কি হইবে, এইরূপ ভাবিয়া একজন সহায়-সম্পত্তিহীনা বিধবা ক্ষিপ্ত হইয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। পরের সর্ব্বনাশ করিয়া পুণ্য করা উচিত নহে, আমার এই মত; তাহাতে তোমরা আমাকে নাস্তিকই বল, আর খ্রীষ্টানই বল।"

মুস্তফি মহাশয়ের এইরূপ কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহার নিন্দা করিত। তিনি অর্থহীন ছিলেন বলিয়া, সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তাঁহার নিকট টাকা ধার না পাইয়া অনেকে তাঁহার উপর ঘোরতর বিরক্ত হইত। সকলে বলিত,—"ওটা মানুষের মধ্যেই নয়। অতি হতভাগা—লক্ষ্মীছাড়া।"

মুস্তফি মহাশয়ের ক্রমে ক্রমে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা হইল। সংসারের খরচ বাড়িল। আরও বেতন বৃদ্ধি হইল; কিন্তু সংসারের কষ্ট ঘুচিল না।

নরোত্তম মাশ্চটক্ কলিকাতা ছাড়িয়া যে দিন দেশে চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে মুস্তফি মহাশয় তাঁহার আর কোনও সংবাদ পান নাই। এই সময়ে সহসা একদিন তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিন পরে দুই বন্ধুতে পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। মাশ্চটক্ মহাশয় মুস্তফির বাটীতে রহিলেন। রাত্রিতে আহারাদির পর দুই বন্ধুতে অনেক কথা হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মাশ্চটকের অভ্যুদয়

মাশ্চটক্ মহাশয় বলিলেন,—"স্কুল ছাড়িয়া আমি দেশে যাইলাম। বহুদিন পূর্ব্বে আমার মাতার কাল হইয়াছিল। পিতা আমার বিবাহ দিলেন। চারি বৎসর পরে আমার পিতার পরলোক হইল। সংসারের ভার আমার গলায় পড়িল। আমাদের কিছু জমি আছে। চাষ করিয়া আমি সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। আমার এক বিধবা পিসী ছিলেন। তাঁহার কিছু টাকা ছিল। তাঁহার পরলোক হইলে সেই টাকাগুলি আমি পাইলাম। সেই টাকা লইয়া এক্ষণে আমি পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছি। কৃষকদিগের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়া, পূর্ব্বে সেই স্থানেই বিক্রয় করিতাম। কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হইবে, সেই জন্য আমি কলিকাতায় আসিয়াছি।"

মুস্তফি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাটের ব্যবসায় শুনিয়াছি, বেশ লাভ আছে।"

মাশ্চটক্ মহাশয় উত্তর করিলেন,—"লাভ আছে সত্য, কিন্তু পুঁজি অধিক না থাকিলে, ভালরূপ কাজকর্ম্ম করিতে পারা যায় না। তাহা ব্যতীত কৃষকদিগকে টাকা দাদন করিতে হয়। টাকা অনেক সময়ে মারা যাইবার সম্ভাবনা।"

মুস্তফি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্তানাদি কি ?"

মাশ্চটক্ মহাশয় উত্তর করিলেন,—"একটি পুত্র ব্যতীত অন্য সন্তানাদি হয় নাই। পুত্রটির বয়স এক্ষণে দশ বৎসর।"

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। মাশ্চটক্ মহাশয় পাট লইয়া মাঝে মাঝে কলিকাতায় আগমন করেন, পাট বেচিয়া পুনরায় দেশে চলিয়া যান। কলিকাতায় আসিয়া তিনি মুস্তফির বাসায় অবস্থিতি করেন।

এইবারে আসিয়া তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কন্যার নাম কি ?"

মুস্তফি উত্তর করিলেন.—"প্রভাবতী।"

মাশ্চটক্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়স কত ?"

মুস্তফি উত্তর করিলেন,—"নয় বৎসর।"

মাশ্চটক্ বলিলেন,—"দেখ যাদব! তুমি আমার চিরকালের বন্ধু। আমার ইচ্ছা, তোমার সহিত সম্বন্ধটা একটু পাকাপাকি করি। তোমার কন্যার সহিত অধরের বিবাহ দিলে হয় না ?"

মুস্তফি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অধর কে ?"

মাশ্চটক্ উত্তর করিলেন,—"অধর আমার পুত্রের নাম। চমৎকার ছেলে, তাহাকে জামাতা করিয়া তুমি সুখী হইবে।"

মুস্তফি বলিলেন,—"আমার মেয়ে এখনও ছোট; তা ছাড়া, আমার হাতে এখন একটি পয়সাও নাই।"

মাশ্চটক্ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার হাতে কবে পয়সা ছিল, আর কবেই বা হবে! হাজার টাকা মাহিনা পাইলেও তোমার হাতে

কখনও একটি পয়সা থাকিবে না। সেকথা ছাড়িয়া দাও। যদি তোমার মন হয় তো বল। তোমার যাহাতে অধিক খরচ না হয়, আমি তাহা দেখিব। অন্যের সহিত কথা নহে, তোমাতে আমাতে কথা।"

মুস্তফি সম্মত হইলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা সন্দেহ জন্মিল। মাশ্চটকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত নিজে উপযাচক হইলেন কেন? তবে কি ছেলের কোনও দোষ আছে?

ভাবিয়া চিন্তিয়া মুস্তফি বলিলেন,—"ভাই! তোমার ছেলেটিকে একবার দেখিব।"

মাশ্চটক্ বলিলেন,—"উত্তম কথা! কিন্তু দেখিবে আর কি, আমার ছেলে হাবাও নহে, কাণাও নহে, খোঁড়াও নহে। তবে বি, এ,—এম, এ, পাস করা নয়। নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্কুলে সেকেন ক্ল্যাসে সে এখন পড়িতেছে।"

কিছু দিন পরে মুস্তফিকে লইয়া মাশ্চটক্ মহাশয় দেশে গমন করিলেন। মাশ্চটক্ মহাশয়ের পুত্র অধরকে দেখিয়া যাদবের মনোনীত হইল। পাড়ার দুই এক জন ইঙ্গিতে ভাংচি দিল বটে; কিন্তু বিশেষ কোনও দোষ কেহ বলিতে পারিল না। সকলে বলিল যে,—মাশ্চটকীর ভয়ানক শুচি-বাই। কেবল এই নিন্দা তিনি লোকের মুখে শুনিলেন।

মাশ্চটক্-গৃহিণীর যে শুচি-বাই আছে, যাদব নিজেই তাহা দেখিতে পাইলেন। আহারের সময় তিনি পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর হইতে পচা গোবরের গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর, তাঁহার হাতের অঙ্গুলির ফাঁকগুলি সব হাজিয়া ঘা হইয়াছিল। সমস্ত অঙ্গুলির ফাঁক সাদা হইয়া গিয়াছিল, আর তাহা দিয়া দর দর করিয়া রস গড়াইতেছিল। সেই হাতে যখন তিনি মুস্তফির পাতে তরকারি দিলেন, তখন তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ঘায়ের রস রক্ত না তরকারিতে পড়িয়া থাকিবে! এ তরকারি আমি খাই কি করিয়া! ঘৃণায় মুস্তফির বমন

হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, অতি কষ্টে তিনি আহার করিলেন।

কিছুদিন পরে মাশ্চটকের পুত্র অধরের সহিত মুস্তফির কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হইল। ইহার অল্প দিন পরে মাশ্চটক্ মহাশয় হঠাৎ এক দিন সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মুস্তফির বাসায় আসিয়া উঠিলেন।

মাশ্চটক্ মহাশয় বলিলেন,—"ভাই! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কলিকাতায় একজনকে অগ্রিম পাট বেচিয়াছিলাম। পাটের বীজও যখন লোক ক্ষেত্রে বপন করে নাই, তখন চারি টাকা মণ পাট দিব বলিয়া এক জনের সহিত লেখা পড়া করিয়াছিলাম। পাট এ বৎসর দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। পাঁচ টাকা মণও আমি কিনিতে পাই না। ফল কথা, আমি ভাই! সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। বাড়ী ঘর আমার সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কা'ল খাই, এমন আমার নাই। চাক্‌রি না করিলে আর অন্য উপায় নাই।"

কেন উপযাচক হইয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, মুস্তফি এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে কাহারও মনে যে কু-অভিসন্ধি থাকিতে পারে, মুস্তফি তাহা জানিতেন না। যে যাহা বলে, তাহাই তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। "তোমার সহিত কুটুম্বিতা করিয়া আরও পাকাপাকি বন্ধুতা করিব।" এখন সেই কথার প্রতি মুস্তফির মনে একবার একটু সন্দেহ হইল। কিন্তু সে সন্দেহ তিনি তৎক্ষণাৎ মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিলেন।

মুস্তফি বলিলেন,—"চাক্‌রির বাজার বড় মন্দ। বি, এ,—এম, এ, পাস করিয়া কত লোক ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাতে তোমার বয়স হইয়াছে। পূর্ব্বে চাক্‌রি কখনও কর নাই। চাক্‌রি পাওয়া বড়ই কঠিন হইবে।"

আফিসের সাহেব মুস্তফিকে খুব ভাল বাসিতেন। অনেক বলিয়া

কহিয়া তিনি নিজের আফিসে বৈবাহিক মহাশয়কে একটি চাকুরি করিয়া দিলেন। অল্প খরচে সংসার চলিবে, সে জন্য মাশ্চটক্ মহাশয় কলিকাতার অপর পারে গিয়া বাসা করিলেন।

অতি মনোযোগের সহিত মাশ্চটক্ মহাশয় আফিসের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। আফিস দশটা হইতে পাঁচটা। কিন্তু তিনি নয়টার সময় আফিসে যাইতেন ও সন্ধ্যা সাতটার সময় আফিস হইতে আসিতেন। তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা ও কার্য্যদক্ষতার গুণে সাহেব দিন দিন তাঁহার বশ হইতে লাগিলেন। সাহেবের জামায় ধুলা না থাকিলেও তিনি আগ্রহ সহকারে তাহা ঝাড়িয়া দিতেন। পরিশ্রম, কার্য্যদক্ষতা ও খোসামোদ, এই তিন গুণে দেবতারা বশ হইয়া পড়েন,—মানুষ কোন্ ছার! মাশ্চটক্ মহাশয়ের ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, মুস্তফি ঘোরতর পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ছুটি লইতে হইল। দুই মাস শয্যাগত থাকিয়া পুনরায় তিনি আফিসে কাজ করিতে গেলেন। তাঁহার পুরাতন সাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই পদে নূতন যে সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যাদবকে তিনি বলিলেন,—"এ আফিসে তোমার আর কাজ করিতে হইবে না। অন্য স্থানে তুমি চাক্‌রির অনুসন্ধান কর।

এই কথা বলিয়া, এক মাসের বেতন দিয়া, সাহেব তাঁহাকে বিদায় করিলেন। সওদাগরি আফিসে সাহেবেরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। "তোমাকে আর চাই না,"—এই কথা বলিলেই হইল!

বিরস বদনে মুস্তফি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কি দোষে তাঁহার যে চাকুরি গেল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আফিসের অন্যান্য লোক কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিল। মুস্তফির অনুপস্থিতিকালে মাশ্চটক্ মহাশয় তাঁহার কাজের নানারূপ দোষ বাহির করিয়া সাহেবের মনে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কোনও কোনও লোকের নিকট মাশ্চটক্ এ কথা

স্বীকারও করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "মনিবের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা আমার করা উচিত। তাহা না করিলে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে আমাকে নরকে যাইতে হইবে। বেহাই হইলে কি হয়, বাবার কাজেও আমি যদি দোষ দেখিতাম, তাহা হইলে আমি সাহেবকে জানাইতাম।"

ক্রমে ক্রমে এ কথা মুস্তফির কাণে উঠিল। সকলে বলিল,—"তোমার বেহাই তোমার অন্ন মারিয়াছেন।" মুস্তফি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"নরোত্তম! না না, নরোত্তম কখনও এরূপ কাজ করিবে না। এত টুকু বেলা হইতে তাহাকে আমি জানি।"

মুস্তফি সওদাগরি আফিসের হিসাব রাখিতে ভাল জানিতেন। সে জন্য তাঁহাকে অধিক দিন বসিয়া থাকিতে হইল না। ভাল বেতনে না হউক, আর একটি আফিসে তাঁহার চাকরি হইল। দুই আফিসে দুই বন্ধুর এইরূপে কাল কাটিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

মা'শ্চটকের বিপদ।

মুস্তফি মহাশয়ের কাল যেমন পূর্ব্বে কাটিতেছিল, এখনও সেইরূপে কাটিতে লাগিল। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা হইতে কাহাকেও আট আনা, কাহাকেও এক টাকা, কাহাকেও দুই টাকা, এইরূপ দিয়া গরীব দুঃখী লোকের তিনি সহায়তা করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগের উপরও তাঁহার ভক্তি কম ছিল না। আজ কা'ল, চারি দিকে স্বজাতির অবনতি দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় যাহাতে দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যাহাতে তাঁহারা সাধারণের শিক্ষাদাতা ও জ্ঞানদাতা হইতে পারেন, নিজে দীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, নিঃস্বার্থ-ভাবে পরিশ্রম করিয়া, যাহাতে তাঁহারা জগতের দুঃখ দূর ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারেন, সেই উদ্দেশে নানা দিকে নানাভাবে তিনি যত্ন করিতেন। সচ্চরিত্র, নির্লোভ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে তিনি যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেন। দুই তিনটি ব্রাহ্মণ-বালকের বিদ্যা অধ্যয়নের

ব্যয় তিনি প্রদান করিতেন। স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। নানা দিকে এইভাবে ব্যয় করিয়া তাঁহার বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতেই অতি কষ্টে তিনি দিনপাত করিতেন। কখনও কখনও তাঁহার মনে হইত যে, স্ত্রীপুত্রকে বঞ্চনা করিয়া আমি পরের উপকার করিতেছি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তিনি মনে করিতেন যে, যৎসামান্য যাহা কিছু অনাথ অনাথাদিগকে আমি প্রদান করি, প্রাণ থাকিতে তাহা আমি বন্ধ করিতে পারিব না। আহা! সেই সামান্য সাহায্য পাইয়া তাহাদের কত না উপকার হয়! শুনিয়াছি যে, শীতকালে শীতপ্রধানদেশে মেষ প্রভৃতি জীব জন্তুর শরীর ঘন লোমে আচ্ছাদিত হয়। শীত হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত কে তাহাদিগকে এই লোম প্রদান করেন? সৎপথে চলিয়া যে লোক একান্ত মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তাঁহাকে রক্ষা করেন। আমার স্ত্রীপুত্রের ভার তিনি লইবেন। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এইরূপ ভাবিয়া সেই হৃষীকেশের উপর সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বৈবাহিক মাশ্চটক্ মহাশয়ের অবস্থার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি যে আফিসে কাজ করিতেন, তাহার সাহেবেরা জাহাজে জিনিস পত্র প্রদান করিতেন। ইহাকে বুঝি কাপ্তেনি কাজ বলে। ময়দা, চাউল, ঘৃত, তৈল, মাংস প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক হয়, জাহাজে তাহা যোগাইতে হয়। দুই একটি দ্রব্যের ঠিকা লইয়া মাশ্চটক্ মহাশয় বিলক্ষণ লাভ করিতে লাগিলেন। তাহা ব্যতীত অতি অল্প মূল্যে তিনি দুই খানি গাধাবোট কিনিয়াছিলেন। ঘাট হইতে গাধাবোটে পাট প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া জাহাজে তিনি বোঝাই দিতেন। তাহাতেও বিলক্ষণ দু-পয়সা লাভ হইত। ইহা ব্যতীত, দৈনিক সুদে কিছু টাকা তিনি চোটায় খাটাইতেন, তাহাতেও লাভ বড় অল্প ছিল না।

এইরূপ নানা উপায়ে চারি দিক্ হইতে তাঁহার উপার্জ্জন হইতে লাগিল। ওপারে যে বাড়ী তিনি ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহা তিনি ক্রয় করিলেন ও নিকটস্থ আরও ভূমি ক্রয় করিয়া, তাহার উপর বৃহৎ এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন।

ইতিমধ্যে মুস্তফি মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতী বড় হইয়া উঠিল। সে শ্বশুরালয়ে গমন করিল। তাহার শ্বশুরালয় হইতে ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসিতে লাগিল। শাশুড়ীর শুচিবাই অত্যন্ত বাড়িয়াছে। "শগড়ি, শগড়ি" করিয়া তিনি পাগল হইয়াছেন। "ঐ ওখানে শগড়ি পড়িয়া রহিল, ঐ কুলা খানা শগড়ি হইয়া গেল, ঐ বিছানা শগড়ি হইয়া গেল, ঐ মুড়িতে জল লাগিয়া শগড়ি হইয়া গেল"—রাত্রি দিন এইরূপ কথা ভিন্ন তাঁহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না। আর সেই কথা লইয়া পুত্রবধূর উপর ঝঙ্কার ও তিরস্কার!

শগড়ির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত রাত্রি দিন গোবর জল দিয়া সকল বস্তু ধুইতেন, ঘর দ্বার বিছানা—সকল স্থানে গোবর জল ছড়াইতেন। জলে গোবর গুলিয়া দিনের মধ্যে পাঁচ ছয়বার তিনি নিজের ও পুত্রবধূর মাথায় ঢালিতেন। জল বহিতে বহিতে পুত্রবধূর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইতে লাগিল। তাহার উপর গালাগালি। "হারাম-জাদি! ঝাঁটা গাছটা শগড়ি হইয়া গিয়াছে! তোরে বলিলাম যে, ঝাঁটা গাছটা খুলিয়া এক একটি করিয়া কাঠি গোবর দিয়া উত্তমরূপে মাজিয়া পরিষ্কার কর্। তাহা না করিয়া তুই সমস্ত ঝাঁটা গাছটি ধুইয়া লইলি। তাহাতে শুদ্ধ হইল কি করিয়া? জাতি জনম আর রহিল না।"

এইরূপ নানা কথা মুস্তফি ও তাঁহার গৃহিণীর কাণে উঠিতে লাগিল। কিন্তু মুস্তফির সে সমুদয় কথায় বিশ্বাস হইল না। তিনি ভাবিলেন যে, নরোত্তমকে আমি বাল্যকাল হইতে জানি। সত্যই কি সে আমার কন্যাকে এত কষ্ট দিবে!

কিছু দিন পরে মুস্তফি মহাশয়ের গৃহিণী আবার শুনিলেন যে, শাশুড়ী পুত্রবধূর উপর ঘোরতর হিংসা করিতেছেন। পুত্র পাছে আপনার স্ত্রীকে ভাল বাসে, পাছে সে মাতার পর হইয়া যায়, সেজন্য মাতা তাহাকে স্ত্রীর মুখ দেখিতে দেন না। এমন কি, সন্ধ্যার পর বাহিরে রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত পুত্রকে নিজে টাকা দিয়া তিনি বিদায় করেন, তথাপি পুত্রবধূর মুখ দেখিতে দেন না।

আবার কিছু দিন পরে শুনিলেন যে, প্রভাবতীর উপর শ্বশুর, শাশুড়ী ও জামাতা—তিন জনেরই বিষদৃষ্টি হইয়াছে, তিন জনেই তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গৃহিণীর উত্তেজনায় মুস্তফি মহাশয় দুই তিন বার কন্যাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশীদিগের নিকট তিনি নানা কথা শুনিলেন বটে; কিন্তু প্রভাবতী নিজে তাঁহাকে একটিও কথা বলিল না। তিনি নিভৃতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার ভালরূপ অবসর পান নাই সত্য, তথাপি মনে করিলে ইঙ্গিতে প্রভাবতী তাঁহাকে কিছু না কিছু বলিতে পারিত। কিন্তু প্রভাবতী কিছুই বলে নাই। সেজন্য মুস্তফি মহাশয় সকল কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ভাবিলেন,—মানুষ এত নির্দ্দয় কখনই হইতে পারে না। প্রভাবতীর মুখে কখনও কথা নাই, সে অতি শান্ত-সুশীলা। মানুষ হইয়া তাহার প্রতি কেহ নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারে না।

এক দিন মুস্তফি মহাশয় আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময় মাশ্চটক্ মহাশয় সহসা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"ভাই! আমি এক বড় বিপদে পড়িয়াছি। এখন তুমি যদি আমাকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা কর, তবেই হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

কেবল ঘণ্টা কয়েকের জন্য।

মুস্তফি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বিপদে পড়িয়াছ ভাই?"

মাশ্চটক্ উত্তর করিলেন,—"আমি, ভাই, নূতন একটা ঠিকা লইয়াছি। তাহাতে বেশ লাভ আছে। তাহার জন্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছি। হঠাৎ আমার পাঁচ শত টাকা অকুলান পড়িল। এই মুহূর্ত্তে যদি সেই পাঁচশত টাকার যোগাড় না করিতে পারি, তাহা হইলে আমার অনেক টাকা ক্ষতি হইবে। তুমি যদি ভাই, এখনি পাঁচশত টাকা দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়। আজ সন্ধ্যা বেলা নিশ্চয়ই এ টাকা তোমাকে ফিরিয়া দিব। কেবল ঘণ্টা কয়েকের জন্য আমি এ টাকা চাই।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুস্তফি বলিলেন,—"পাঁচ শত টাকা! জনমে কখনও আমার একত্র পাঁচ শত টাকা হয় নাই। জমি বেচিয়া একবার তিন শত টাকা পাইয়াছিলাম, তা পাঁচ ছয় দিনে সে সব ফুরাইয়া গিয়াছিল। পাঁচ শত টাকা আমি কোথায় পাইব?"

আফিস হইতে প্রতিদিন জাহাজে যে সে মাংস যোগাইতে হয়, মুস্তফি তাহা জানিতেন। যখন যেরূপ জাহাজ থাকে, মাংসের প্রয়োজন তখন সেইরূপ হয়।

মুস্তফি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যখন এই আফিসে ছিলাম, তখন আবদুল এই দ্রব্য যোগাইত। সে আবদুল কোথায় গেল?"

আফিসের লোক উত্তর করিল,—"আবদুলকে ছাড়াইয়া মাশ্চটক্ মহাশয় নিজে এই ঠিকা লইয়াছেন। তিনি নিজে হাতে এ কাজ করেন না। একজন কসাই চাকর রাখিয়াছেন, সে এই কাজ করে। মাশ্চটক্ মহাশয় কেবল জীয়ন্ত জীব কিনিয়া দেন। যে দিন যেরূপ প্রয়োজন হয়—কোন দিন তিনটি, কোন দিন চারিটি জীব তাঁহাকে যোগাইতে হয়।"

আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুস্তফি বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া তিনি এই কাজ করেন?"

আফিসের লোক বলিল,—"এ কাজে বেশ লাভ আছে। বিষয়কর্ম্ম করিতে দোষ কি?

মুস্তফি অবাক্ হইলেন। তাঁহার বাল্যকালের বন্ধু, তাঁহার বৈবাহিক যে কিরূপ লোক, তাহা তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন। এই দুর্ব্বৃত্ত কসাই যে পুনরায় তাঁহাকে টাকা ফিরাইয়া দিবে, সে আশা তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল। তিনি আরও শুনিলেন যে, গত কল্য তাঁহার বৈবাহিক অনেকগুলি দুগ্ধহীন জীব স্বল্প মূল্যে পাইয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার টাকার প্রয়োজন হইয়াছিল। কা'ল যদি টাকা না দিতেন, তাহা হইলে এই জীবগুলি তাঁহার হাত-ছাড়া হইয়া যাইত। মুস্তফি নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন,—"আফিসের টাকা লইয়া কেবল বিশ্বাসঘাতকতা-পাপে আমি কলুষিত হই নাই। সেই টাকা দিয়া বধ করিবার নিমিত্ত নরোত্তম অনেকগুলি যাহা ক্রয় করিয়াছে, তাহার জন্য

গোহত্যা-পাপেও আমি কলুষিত হইলাম। নরকেও আমার স্থান হইবে না।"

বৈবাহিকের অনুসন্ধানে তিনি কসাইখানা গমন করিলেন না। গঙ্গা পার হইয়া তিনি বৈবাহিকের বাটীতে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাটীতে তিনি প্রবেশ করিলেন না। নিকটে একখানি মুদির দোকান ছিল। দোকানের তক্তপোষে তিনি পড়িয়া রহিলেন, আর মাশ্চটক্ মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন কি না, মাঝে মাঝে সংবাদ লইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও তিনি বাটী আসিলেন না। রাত্রি দশটার সময় তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

মুস্তফি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মাশ্চটক্ বলিলেন,—"তুমি এখানে! সন্ধ্যার সময় তোমার বাটী গিয়াছিলাম, সেই জন্য তোমার দেখা পাই নাই। বেয়ানের নিকট টাকা রাখিয়া আসিয়াছি। যাও, আর কোন ভাবনা নাই, এখন বাটী যাও।"

এই সুসমাচার শ্রবণ করিয়া মুস্তফির মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। গদ্গদ স্বরে তিনি বলিলেন, "ভাই, অধিক আর কি বলিব, তুমি আমার প্রাণ দান করিলে।"

এই কথা বলিয়া রুদ্ধশ্বাসে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেই যে টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, সে টাকা কোথায়?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন,—"টাকা! বেই! কৈ, বেই তো এখানে আসেন নাই। আমার কাছে কেহ তো টাকা রাখিয়া যায় নাই। বরং তোমার আফিস হইতে চাবির জন্য এক জন বাবু আসিয়াছিল। সে বলিল যে, লোহার সিন্দুকের চাবি তুমি পাঠাও নাই। সাহেব টাকা রাখিতে কিম্বা টাকা বাহির করিতে পারিতেছেন না। কাজ কর্ম্মের গোলমাল হইতেছে। সাহেব তোমার উপর বড় রাগ করিয়াছেন।"

মুস্তফির প্রাণ উড়িয়া গেল। বৈবাহিক যে একান্তই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন, এখন তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন। মুস্তফি মহাশয় সে রাত্রে আর কিছুমাত্র আহারাদি করিলেন না। নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। ভয়ে ও ভাবনায় তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি একবারও চক্ষু বুজিলেন না। রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া পুনরায় তিনি বৈবাহিকের গৃহে গমন করিলেন। প্রাতঃকালে যেই তাঁহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, আর তিনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বন্ধুর পায়ে গিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ তিনি একটিও কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল কাঁদিতে লাগিলেন, দুই চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে অতি মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন,—“ভাই, আমায় রক্ষা কর! আমাকে মারিও না। ব্রহ্মহত্যা করিও না। তোমার বাটীতে আজ আমি প্রাণত্যাগ করিব।”

এই কয়টি কথা বলিয়া, আর তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না; নীরবে চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মুস্তফির সঙ্কল্প।

কিছুক্ষণ নীরবে চক্ষুর জল ফেলিয়া মুস্তফি মহাশয় ধীরে ধীরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"ভাই নরোত্তম! আমি ছা-পোষা লোক। নিজের পরিবার ব্যতীত, অনেকগুলি অনাথ শিশু, অনাথা বিধবা আমার যৎ-সামান্য বেতন হইতে প্রতিপালিত হয়। আমি জেলে গেলে অন্ন বিনা তাহারা সকলেই মরিয়া যাইবে। ভাই! তুমি আমার প্রতি দয়া কর।"

রুক্ষভাবে মাশ্চটক্ মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমার পা ছাড়িয়া দাও। আমার চেয়ে তুমি বয়সে বড়। আমার অকল্যাণ হইবে! টাকার যোগাড় করিতে পারি নাই, তা আমি কি করিব! কন্যার বিবাহে আমাকে তুমি একটি পয়সাও দাও নাই। হাজার টাকার কম আজ কা'ল আর একটি মেয়ে পার হয় না। আমাকে না হয়, এই পাঁচশত টাকা দিলে! আজ যদি তোমার কন্যা মরিয়া যায়, তাহা হইলে পুত্রের বিবাহ দিয়া অনায়াসে আমি দুই তিন হাজার টাকা পাই।"

মাশ্চটক্ বলিলেন,—"কেবল ঘণ্টা কয়েকের জন্য। সন্ধ্যা বেলা নিশ্চয়ই তোমাকে আমি এ টাকা ফিরিয়া দিব।"

মুস্তফি বলিলেন,—"তা বটে। কিন্তু এক মিনিটের জন্য হইলেও এ টাকা আমি কোথায় পাইব? পাঁচ টাকা চাহিলে আমি দিতে পারি না, পাচ শত টাকা আমি কোথায় পাইব?"

মাশ্চটক্ বলিলেন,—"কেবল ঘণ্টা কয়েকের জন্য। এখন বারোটা বাজিয়াছে, ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় তোমার বাড়ীতে আমি এ টাকা দিয়া আসিব। দাও, ভাই! আমার এই উপকারটি করিতে হইবে। বড় বিপদে পড়িয়াই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার চিরকালের বন্ধু। বালককাল হইতে তুমি আমার কত উপকার করিয়াছ। আজ এই উপকারটি করিয়া, চিরকালের নিমিত্ত আমাকে কিনিয়া লও। কেবল পাঁচ ছয় ঘণ্টার জন্য।"

মুস্তফি বলিলেন,—"টাকা আমি পাব কোথা!"

মাশ্চটক্ এইবার খুলিয়া বলিলেন,—"আফিসের টাকা তোমার নিকট থাকে। কেবল ঘণ্টা কয়েকের জন্য।"

জিব কাটিয়া মুস্তফি বলিলেন,—"আফিসের টাকা! বাঁপরে! ও কথা মুখে আনিও না।"

মাশ্চটক্ বলিলেন,—"কেবল ঘণ্টা কয়েকের জন্য, সন্ধ্যা বেলা তোমাকে আমি টাকা দিয়া দিব। কা'ল প্রাতঃকালে পুনরায় তুমি আফিসের টাকা পূর্ণ করিয়া রাখিবে, তাহাতে আর দোষ কি?"

মুস্তফি বলিলেন,—"ভাই! প্রাণ থাকিতে আমি আফিসের টাকায় হাত দিতে পারিব না। এ কথা তুমি মুখে আনিলে কি করিয়া, তাই আমি ভাবিতেছি।"

এইরূপে দুই জনে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কচ্‌লা-কচ্‌লি হইতে লাগিল। মাশ্চটকের মোহিনী শক্তির প্রভাবে মুস্তফির মন ক্রমে শিথিল

হইয়া আসিল। অবশেষে তিনি বলিলেন,—"সাহেব যদি আজ হিসাব দেখেন, তাহা হইলে যে আমাকে জেলে যাইতে হইবে!"

মাশ্চটক্ বলিলেন,—"অসুখ হইয়াছে বলিয়া তুমি আজ বাড়ী চলিয়া যাও। সন্ধ্যা বেলা তোমাকে আমি টাকা দিয়া আসিব। কা'ল দশটার সময় আস্তে আস্তে আফিসের টাকা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে সকল ভয় যাইবে।"

মুস্তফি মনে মনে ভাবিলেন,—"সেই সহায়হীনা তের বৎসরের বালিকার জন্য আজ দেখিতেছি, আমাকে কুকর্ম্ম করিতে হইল। হে জগদীশ্বর! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে জগদীশ্বর! তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুস্তফি মহাশয় আফিসের টাকা হইতে বৈবাহিককে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিলেন। বৈবাহিক টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। অসুখ হইয়াছে বলিয়া মুস্তফি বাড়ী যাইলেন না। প্রাণ হাতে করিয়া বিষণ্ণ বদনে তিনি কাজ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বেলা তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বৈবাহিক কখন্ টাকা আনিবেন, সেই প্রতীক্ষায় অতি উদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি বসিয়া রহিলেন। সাতটা বাজিয়া গেল, আটটা বাজিয়া গেল, নয়টা বাজিয়া গেল, টাকা লইয়া বৈবাহিক আসিলেন না। ভয়ে মুস্তফির প্রাণ উড়িয়া গেল। আহার প্রস্তুত; তিনি আহার করিলেন না। চাদরখানি লইয়া তিনি বাটী হইতে বাহির হইলেন। গঙ্গা পার হইয়া সোজা বৈবাহিকের বাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈবাহিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

মাশ্চটক্ মহাশয় বলিলেন,—কি করিব, ভাই! অনেক চেষ্টা করিয়াও আজ, টাকার যোগাড় করিতে পারি নাই। তা, তুমি ভাবিও না।

"কাপিতে কঁাপিতে মুস্তফি মহাশয় আফিসের টাকা হইতে বৈবাহিককে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিলেন।"

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

কা'ল প্রাতঃকালে, যেখান হইতে পাই, তোমার টাকার যোগাড় করিব। নয়টার ভিতর তোমাকে টাকা দিয়া আসিব।"

মুস্তফি বলিলেন,—"দেখিও, ভাই, যেন এ কথার অন্যথা না হয়। তাহা হইলে, আমি মারা যাইব।"

মাশচটক্ বলিলেন,—"আমি পাগল হই নাই; কা'ল প্রাতঃকালে নয়টার ভিতর নিশ্চয় তুমি তোমার টাকা পাইবে। বাড়ীতে থাকিও।"

মুস্তফির আহার হইয়াছে কি না, বৈবাহিক তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সে রাত্রি সেখানে থাকিতেও বলিলেন না। কন্যার সহিত দেখা না করিয়া বিষণ্ণ বদনে মুস্তফি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিষ্ঠুর ব্যবসায়।

পর দিন প্রাতঃকালে বৈবাহিকের প্রতীক্ষায় মুস্তফি বাটীতে বসিয়া রহিলেন। নয়টা বাজিয়া গেল, দশটা বাজিয়া গেল, বৈবাহিক আসিলেন না। "আমার অসুখ হইয়াছে, আজ আমি আফিসে যাইতে পারিব না"—এই কথা বলিয়া মুস্তফি আফিসে চিঠি লিখিলেন। তাহার পর তাড়াতাড়ি দুইটা ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া, তিনি বৈবাহিকের আফিসে গমন করিলেন। আফিসে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। সকলে বলিল যে, তিনি কসাই-খানায় গিয়াছেন।

বিস্মিত হইয়া মুস্তফি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কসাই-খানা!"

আফিসের লোক বলিল,—"হাঁ, জাহাজে যোগান দিবার নিমিত্ত তিনি মাংসের ঠিকা লইয়াছেন।"

জাহাজে যোগাইবার নিমিত্ত কি মাংসের তিনি ঠিকা লইয়াছেন, আফিসের লোক তাঁহাকে অতি পরিষ্কার করিয়াই বলিল। কিন্তু সে মাংসের নাম শুনিলে হিন্দুর প্রাণ ব্যথিত হয়; সে জন্য তাহার নাম এস্থানে লিখিত হইল না। দ্রব্যটি কি, আর বোধ হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে না।

অতি বিনীতভাবে মুস্তফি মহাশয় বলিলেন,—"ভাই! এ পাঁচশত টাকা যদি আমার নিজের হইত, তাহা হইলে আমি একটি কথাও বলিতাম না, একবারও তোমার নিকট চাহিতাম না। কিন্তু আফিসে এই পাঁচশত টাকা শীঘ্র পূর্ণ না করিলে, আমাকে জেলে যাইতে হইবে। আমি তাহা হইলে মরিয়া যাইব। ব্রহ্মহত্যা করিও না ভাই!"

আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাশ্চটক্ বলিলেন,—"টাকা গাছের ফল নয় যে, তোমাকে পাড়িয়া দিব। আমার নিকট না থাকিলে, আমি কোথা হইতে দিব?"

মুস্তফি মহাশয় বলিলেন,—"ভাই, তুমি সঙ্গতিপন্ন লোক। তোমার হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত হয়। তোমার স্ত্রীর অনেক গহনা আছে, তোমার নোট আছে, তোমার বাড়ী আছে। মনে করিলে এই মুহূর্ত্তে তুমি পাঁচশত টাকা যোগাড় করিতে পার।"

অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাশ্চটক্ বলিলেন,—"বাড়ী বাঁধা দিয়া টাকা দিতে বল নাকি! কোন্ লজ্জায় ও কথা মুখে আনিলে? তোমাকে আমি ভাল মানুষ বলিয়া জানিতাম। এখন বুঝিলাম, তুমি অতি অসভ্য লোক। যাও, আমার যখন সুবিধা হইবে, তখন আমি দিব। আর না হয়, তুমি নালিশ করিয়া লও।"

এইকথা বলিয়া মাশ্চটক্ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাটী হইতে বাহির হইয়া তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মুস্তফি মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। "কি করি, কোথায় যাই, কি করিয়া টাকার যোগাড় করি, কিরূপে এ ঘোর বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাই"—পথে আসিতে আসিতে ক্রমাগত তিনি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, আর ক্রমাগত একান্ত মনে তিনি ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার পিতার মনিব ধরণীধর

মণ্ডলের বাড়ী গমন করিলেন। ধরণীধর মণ্ডল তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পুত্রগণ পরস্পরে মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, এ কথা তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। এ স্থানে যে টাকা পাইবেন, সে আশা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তথাপি জলমগ্নপ্রায় লোক যেরূপ তৃণগাছটিও ধরিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করে, আশা না থাকিলেও ইনি সেইরূপ তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন। কিন্তু সেস্থানে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। মণ্ডল-পুত্রগণ হাসিয়া তাঁহাকে বলিল যে,—"আমরা যদি পাঁচশত টাকা পাই, তাহা হইলে লই; তোমাকে কোথা হইতে দিব ?"

তাহার পর যতগুলি বন্ধুর নাম তিনি মনে করিতে পারিলেন, যে যে লোকের তিনি কখন কোন উপকার করিয়াছিলেন, একে একে সকলের বাটীতে তিনি গমন করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তিনি টাকা পাইলেন না। কেবল একজন লোক বলিলেন,—"মুস্তফি মহাশয়! অসময়ে আপনি আমার উপকার করিয়াছিলেন। আমার নিকট টাকা থাকিলে নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিতাম। আমার নিকট টাকা নাই। কিন্তু আমার স্ত্রীর তিন চারি খানি গহনা আছে। বাধা দিলে দুই শত কি আড়াই শত টাকা হইতে পারে। সেই টাকায় যদি আপনার কার্য্য সমাধা হয়, তাহা হইলে বলুন, গহনা বাধা দিয়া আপনাকে টাকা আনিয়া দিই।"

মুস্তফি উত্তর করিলেন,—"না, বাপু! সে টাকায় কোন ফল হইবে না, সে টাকায় আমি বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব না। আমার বাড়ীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা বেচিয়া অবশিষ্ট টাকার যোগাড় করিতে পারি; সুতরাং তোমার টাকায় আমার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন,—অধিক আর কি বলিব।"

এইরূপে সমস্ত দিন তিনি ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কোন স্থানে টাকার যোগাড় করিতে পারিলেন না। সমস্ত দিন তিনি জলস্পর্শও করিলেন

না। প্রাণের ভিতর তাঁহার ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। ক্ষুৎ-পিপাসা আজ তাঁহার ছিল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। মুস্তফি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"আফিসের চাবি লইতে আজ নিশ্চয় লোক আসিয়া থাকিবে। সে লোক নিশ্চয়ই গিয়া সাহেবকে বলিবে যে, আমি বাড়ীতে নাই। সাহেবের মনে সন্দেহ হইবে। কা'ল তিনি লোহার সিন্দুক মিস্ত্রী দিয়া খুলাইবেন। তখন আমার দোষ ধরা পড়িবে। তাহার পর, আমার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইবে, আমাকে জেলে যাইতে হইবে। সে অপমান আমি সহ্য করিতে পারিব না। আত্মহত্যা বিনা আমার আর উপায় নাই! কিন্তু বাড়ী গিয়া মরিতে পারিব না; স্ত্রী পুত্র বড় বিপদে পড়িবে। তাহার পর, কি উপায়ে আত্মহত্যা করি! আফিম খাইয়া মরিতে অনেক বিলম্ব হইবে। পথে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে পুলীশের লোক হয় তো হাঁসপাতালে পাঠাইবে। সে বড় বিড়ম্বনা হইবে। চিকিৎসা করিয়া ডাক্তারগণ হয় তো আমাকে বাঁচাইবে। আমি সাঁতার জানি। গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে আমার মৃত্যু হইবে না। এক কাজ করি, কলিকাতার বাহিরে যাই; মাঠের মাঝখানে নির্জ্জন স্থানে, কোনও গাছে গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরি।"

অষ্টম অধ্যায়

রেলপথে যমদূত।

'নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব'—মনে মনে তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। দোকান হইতে একগাছি বৃহৎ দড়ি ক্রয় করিলেন। কি করা কর্ত্তব্য, সে বিষয় যখন তিনি স্থির করিলেন, তখন তাঁহার মন অনেকটা সুস্থ হইল। তামাক খাইতে এইবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। গুটিকত সিগারেট ও একটি দিয়াসলাই তিনি ক্রয় করিলেন। সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে তিনি দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলেন। অন্ধকার হইল। প্রায় এক প্রহর রাত্রি হইল। তিনি নগরের বাহিরে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটি নির্জ্জন। সুবিধামত একটি গাছ খুঁজিতে লাগিলেন। সম্মুখে রেল পড়িল। তারের বেড়া পার হইয়া, রেল-পথের উপর গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। রেল-পথের উপর দাঁড়াইয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"গলায় দড়ি দিয়া মরি কেন? এই রেলের উপর দিয়া সর্ব্বদাই কলের গাড়ি যাতায়াত করিতেছে। রেলের উপর গলা রাখিয়া শুইয়া থাকি না কেন? শত

শত গাড়ির চাকা আমার গলার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। নিমেষের মধ্যে আমি দুই খণ্ড হইয়া যাইব। কখন্ মরিলাম, তাহা আমি টেরও পাইব না।"

এইরূপ ভাবিয়া চাদর দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রেলের উপর গলাটি রাখিয়া নিঃশব্দে গাড়ির প্রতীক্ষায় তিনি শুইয়া রহিলেন। আত্ম-হত্যা-জনিত পাপ ক্ষমা করিবার নিমিত্ত একান্ত মনে তিনি ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে সেই স্থানে কোথা হইতে একটা লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখ হইতে ঈষৎ চাদর সরাইয়া তিনি সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন; অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইলেন না; তথাপি তাঁহার বোধ হইল যে, লোকটার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর, হৃষ্ট-পুষ্ট, ঘোর কৃষ্ণকায়, যেন ঠিক যমদূত। তাহার হাতে একটা লোহার সাবল ছিল। তাহা দিয়া সে রেল তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। এক দিকের দুইটি ও অপর দিকের দুইটি রেল সে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর বৃহৎ এক কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন করিয়া আড়া-আড়ি রেলপথের উপর রাখিয়া দিল। রেলের দুই পার্শ্বে নিম্নভূমি ছিল, ঠিক খালের ন্যায়। তাহার উপর একটি পুল ছিল। পুলের অপর পার্শ্বের রেলও সে এইরূপে তুলিয়া ফেলিল ও কাঠ দিয়া পথ বন্ধ করিয়া দিল।

মুস্তফি মহাশয় এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকটার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শশব্যস্তে তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর তিনি তাহাকে বলিলেন,—"ওরে করিস্ কি? এখনি হয় তো মানুষের গাড়ি আসিবে। যে স্থান হইতে রেল তুলিয়াছিস্ ও যে স্থানে কাঠ দিয়াছিস্, সেই স্থানে গাড়ি আসিয়া উল্‌টিয়া পড়িবে। সমুদয় গাড়ি একেবারে খালে গিয়া পড়িবে। তাহা হইলে শত শত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। রেল যেমন ছিল, শীঘ্র সেইরূপ করিয়া রাখ।

লোকটা খোট্টা ছিল। হিন্দি কথায় সে উত্তর করিল,—"তুই বেটা আবার কে ? রেল কোম্পানী বিনা দোষে আমাকে ডিস্‌মিস্ করিয়াছে। তাই রেল কোম্পানীকে আমি জব্দ করিব। তাহাদের কল্ ও অনেক গাড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহাদের অনেক টাকা ক্ষতি হইবে। তুই এখান হইতে চলিয়া যা ; তোর কথায় কাজ কি ?"

মুস্তফি বলিলেন,—"শীঘ্র পুনরায় রেল জুড়িয়া দে। তাহা না করিলে চীৎকার করিয়া আমি লোক জড় করিব। আর তোরে আমি চিনিয়া রাখিলাম। তোরে আমি ধরাইয়া দিব।"

লোকটা বলিল,—"বটে !"

এই কথা বলিয়া, সে সেই লৌহ-সাবলের দ্বারা সবলে মুস্তফির মস্তকে আঘাত করিল। প্রাণভয়ে মুস্তফি বাম হাত উত্তোলন করিলেন। সাবলের আঘাত কতক তাঁহার হাতে পড়িল, কতক মাথায় পড়িল। সবলে সমুদয় আঘাতটি যদি তাঁহার মস্তকে পড়িত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত, তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। কিন্তু মাথায় যে আঘাতটুকু লাগিয়াছিল, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। সমস্ত দিন অনাহারে ও ঘোর দুর্ভাবনায় শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল। সাবলের আঘাতে মুস্তফি মহাশয় তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। চেতন হইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলেন। চীৎকার করিতে পারিলেন না। মুখ তাঁহার বন্ধ। মাথা তাঁহার ব্যথা করিতেছিল। মাথায় হাত দিতে চেষ্টা করিলেন। হাত নাড়িতে পারিলেন না। দুই হাত তাঁহার বাঁধা ছিল। পা নাড়িতে চেষ্টা করিলেন, পা নাড়িতে পারিলেন না। দুই পা তাঁহার বাঁধা ছিল। মস্তক, হাত ও

পা অল্প এদিক্ ওদিক্ নাড়িয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার গলদেশ ঠিক রেলের উপর রহিয়াছে। তাঁহার হাত দুইটি ও পা দুইটি রেলের সহিত বাঁধা রহিয়াছে।

মনে মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি নিজে তো মরিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। লোকটা আমাকে যে রেলের সহিত বাঁধিয়াছে, সে জন্য আমার কোনও দুঃখ নাই। কিন্তু আমার নিকট হইতে অতি অল্পদূরে, সে চারি খানি রেল তুলিয়া ফেলিয়াছে; রেলের উপর কাঠ রাখিয়াছে। আমি অজ্ঞান হইলে আরও কত রেল তুলিয়াছে, আরও কত কি করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এখনি যদি গাড়ি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কত লোক মারা পড়িবে! এই দুর্ঘটনা যাহাতে না ঘটিতে পারে, সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

নবম অধ্যায়।

কি হয়, কি হয়!

এইরূপ ভাবিয়া প্রথম তিনি চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লোকটা তাঁহার মুখের ভিতর চাদরের কিয়দংশ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর চাদরের বাকি অংশ জড়াইয়া উত্তমরূপে তাঁহার মুখ বাঁধিয়া দিয়াছিল। সেজন্য তিনি চীৎকার করিতে পারিলেন না। তাহার পর, তিনি হাতের বন্ধন মোচন করিতে চেষ্টা করিলেন। যত বল করিতে লাগিলেন, রজ্জু হাতে ও পায়ে ততই বসিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার ঘোরতর কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, গলায় দিয়া মরিবার নিমিত্ত যে দড়ি কিনিয়াছিলেন, সেই নূতন দড়ি দিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধা ছিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাত পায়ের বন্ধন মোচন করিতে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

অল্পক্ষণ পরে দূরে গুম্ গুম্ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। মুস্তফি ভাবিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইল! ঐ গাড়ি আসিতেছে।"

পুনরায় প্রাণপণে তিনি হাত পা নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। একবার উপর দিকে, একবার নিম্নদিকে, একবার এ পাশে, একবার ও পাশে, তিনি হাত পা ঘুরাইতে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দড়ি আরও বসিয়া তাঁহার হাত পা যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল, যাতনায় যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল।

গুড়-গুড়, দুড়-দুড়, হুড়-হুড় শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। গাড়ি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

সাবলের আঘাতে বাম হাতে বল ছিল না। দক্ষিণ হাত মোচন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া দক্ষিণ হাতটি তিনি দড়ির ভিতর হইতে গলাইয়া বাহির করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু আর বিলম্ব নাই। অল্প দূরে ইঞ্জিনের উজ্জ্বল আলোক তিনি দেখিতে পাইলেন। যাহার উপর তাঁহার গলদেশ আবদ্ধ ছিল, সেই রেল অল্প কাঁপিতে লাগিল। অন্য হাত ও পদদ্বয় খুলিবার সময় নাই।

এক হাতেই তাড়াতাড়ি তিনি মুখ হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এখন আর চীৎকার করা বৃথা। রেল-পরিচালক সাহেব তাহা শুনিতে পাইবেন না। অন্য লোক-জন আসিতে আসিতে গাড়ি সেই ভগ্ন স্থানে আসিয়া পড়িবে। তখন নিমেষের মধ্যে ঘোরতর বিভীষিকা ঘটিয়া যাইবে।

মুস্তফি মহাশয়ের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সহসা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত রেলের খোয়ার উপর পড়িল। তাঁহার হাতে কি ঠেকিল। যমদণ্ড-স্বরূপ লৌহনির্ম্মিত সেই সাবল তাঁহার স্মরণ হইল! যাহা দিয়া লোকটা রেল তুলিয়াছিল, এ সেই সাবল! যাহা দ্বারা সে তাঁহার মস্তকে নিদারুণ আঘাত করিয়াছিল, এ সেই সাবল! তাঁহাকে বাঁধিবার সময় লোকটা হাত হইতে সাবল ভূমিতে রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি পলায়ন করিবার সময় সাবলটা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

গাড়ি আরও নিকটবর্ত্তী হইল। ইঞ্জিনের আলোক আরও উজ্জ্বল হইল। রেল আরও কাঁপিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই, এখনি ভয়ানক বিপদ্ ঘটিবে ; শত শত লোকের প্রাণ যাইবে, শত শত লোকের হাত পা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

সহসা মুস্তফির মনে এক চিন্তার উদয় হইল। কে যেন তাঁহার কাণে কাণে সেই কথা বলিয়া দিল ! এক হাতেই চাদরের এক দিক্ লইয়া তিনি সেই লৌহ সাবলে আটকাইয়া দিলেন। তাহার পর এক হাতেই আস্তে আস্তে পকেট হইতে তিনি দিয়াসলাইটি বাহির করিলেন। দিয়াসলাইটি বাহির করিবার সময় সেই আসন্ন বিপদ্‌কালেও ঈষৎ একটু হাসিলেন। "আমি জন্মে কখনও সিগারেটের ধূম পান করি নাই। আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত মনে মনে যখন স্থির করিলাম, তখন আজ আমার তামাক খাইতে ইচ্ছা হইল। তাই সিগারেট কিনিলাম, তাই দিয়াসলাই কিনিলাম, তাই আজ আমার পকেটে এই দিয়াসলাই।"

দাড়ির নিম্নে দিয়াসলাইয়ের বাক্সটি চাপিয়া অতি কষ্টে এক হাতেই তিনি একটি দিয়াসলাইয়ের কাঠি জ্বালিলেন, প্রথমবার সেটি নিবিয়া গেল। দ্বিতীয় তৃতীয় কাঠি জ্বালিলেন ; নিবিয়া গেল। "দেরি, তুমি যাও কোথা ?—না, তাড়াতাড়ি যেথা !" এই প্রাচীন প্রশ্নোত্তরটি স্মরণ করিয়া তিনি আর একটি কাঠি অতি সাবধানে ও অতি ধীরে ধীরে জ্বালিলেন। সেটি জ্বলিয়া উঠিল। সমুদয় ঘটনা বর্ণন করিতে অনেক সময় লাগিতেছে, কিন্তু সে ঘটনাগুলি ঘটিতে বাস্তবিক তত সময় লাগে নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

জ্বলন্ত দিয়াসলাই দ্বারা মুস্তফি চাদরের অন্য ধার ধরাইলেন, চাদর জ্বলিয়া উঠিল। লৌহ-সাবলটি হাতে ধরিয়া মুস্তফি মহাশয় সেই জ্বলন্ত চাদর এক পার্শ্বে উচ্চ করিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

"লৌহ সাবলটি হাতে ধরিয়া মস্তফি মহাশয় সেই জ্বলন্ত চাদর এক পার্শ্বে উচ্চ করিয়া নাড়িতে লাগিলেন।"

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

দশম অধ্যায়।

সৌভাগ্যের উদয়।

গাড়ি অতি নিকটে আসিয়া পড়িল। গাড়ির পরিচালক কি দেখিতে পাইবেন? তিনি এ সঙ্কেত কি বুঝিতে পারিবেন? তিনি কি গাড়ি থামাইবেন? গাড়ি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, মুস্তফি মহাশয়ের বুক ততই টিপ টিপ্ করিতে লাগিল। মুস্তফি মহাশয় ভাবিলেন,—"যাঃ! আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল।" কারণ, গাড়ি থামিবার কোন লক্ষণ তিনি দেখিতে পাইলেন না।

আর বিলম্ব নাই। লোকটা যে স্থান হইতে রেল তুলিয়াছিল, গাড়ি তাহার অতি নিকটে আসিয়া পড়িল। কখন্ শত বজ্রাঘাতের ন্যায় শব্দ হয়, কখন্ লোকের কাতরধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত তিনি কাণ পাতিয়া রহিলেন।

তথাপি প্রাণপণে, মুস্তফি মহাশয় সেই জ্বলন্ত চাদর নাড়িতে লাগিলেন। গাড়ি তবুও থামে না! হায়! সব চেষ্টা বুঝি বৃথা হইল! "হে ঈশ্বর!"

তোমাকে ধন্যবাদ !” এই বলিয়া মুস্তফি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কারণ, ঠিক সেই বিপদের স্থানে আসিয়া গাড়ি থামিয়া গেল।

“হে ঈশ্বর ! তোমাকে ধন্যবাদ !” এই কথা বলিয়াই মুস্তফি মহাশয় পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

পুনরায় যখন তিনি চক্ষু চাহিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, দিন হইয়াছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ নয়নে এদিকে ওদিকে তিনি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একটি বড় ঘরের ভিতর, একখানি খাটের উপর, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আপনাকে শায়িত দেখিয়া, তিনি ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ কি স্বপ্ন ! তাহার পর ক্রমে ক্রমে গত রাত্রির কথা তাঁহার স্মরণ হইল। গত রাত্রির সে সমস্ত ঘটনা কি স্বপ্ন ! তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মস্তকের অর্দ্ধভাগ কাপড়ের ফালি দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে, আর সেই বন্ধনে একটি চক্ষুও আচ্ছাদিত হইয়া আছে। তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গত রাত্রির ঘটনা স্বপ্ন নহে। ক্রমে ক্রমে গত দিবসের কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। আফিসের টাকা সম্বন্ধে কি ভয়ানক বিপদে তিনি পড়িয়াছেন, তাহাও তাঁহার মনে হইল। আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই, এইবার নিশ্চয় আমাকে জেলে যাইতে হইল, এইরূপ ভাবিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যেই তিনি মাথা তুলিলেন, আর অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সেজন্য পুনরায় তিনি শয়ন করিলেন। ঘরের এদিকে ওদিকে পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন যে, সে সাহেবদের ঘর, বাঙ্গালীর ঘর নহে। এই সময়ে ঘরের ভিতর এক জন উৎকল বেহারা প্রবেশ করিল। তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আমি এ কোথায় আসিয়াছি ?”

বেহারা উত্তর করিল,—“এ রেলের বড় সাহেবের ঘর। একটু অপেক্ষা করুন, সাহেবকে আমি ডাকিয়া আনি। আপনার জ্ঞান হইলেই খবর দিবার নিমিত্ত সাহেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন।”

এই কথা বলিয়া বেহারা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু! তুমি এখন কেমন আছ?"

মুস্তফি মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি এখন ভাল আছি; এখানে আমি কি করিয়া আসিলাম?"

সে কথার তখন কোন উত্তর না দিয়া, সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুটিকতক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহার উত্তর দিতে তোমার কি কষ্ট হইবে?"

মুস্তফি মহাশয় উত্তর করিলেন,—"না, আমার কষ্ট হইবে না। আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

গত রাত্রির ঘটনার কথা সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আমি রেল পার হইতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে, একটা লোক রেল তুলিয়া ফেলিতেছে।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি সাহেবকে বলিলেন।

সাহেব বলিলেন,—"কেবল রেল সে তুলিয়া ফেলে নাই। রেলপথের উপর আড়া-আড়ি বৃহৎ একখানি কাঠ সে রাখিয়াছিল। কা'ল রাত্রিতে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিত। সে গাড়িতে অনেকগুলি বড় বড় সাহেব ও মেম ছিলেন। তাহা ব্যতীত শত শত দেশী লোকও ছিল। কত লোকের যে প্রাণ বিনষ্ট হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। রেল কোম্পানীরও সহস্র সহস্র টাকা ক্ষতি হইত। তোমাকে আমরা ধন্যবাদ করি। তুমিই শত শত লোকের প্রাণ-দান করিয়াছ। রেলের পরিচালক ও গার্ড তোমার বন্ধন মোচন করিয়া অজ্ঞান অবস্থাতেই আমার নিকট তোমাকে আনিয়াছে। তোমার মাথা হইতে অনেক রক্তস্রাব হইয়াছে। যে লোকটা রেল তুলিয়াছিল, সে ফটকের রক্ষক ছিল। সে বড় দুষ্ট লোক, সেজন্য তাহাকে আমরা বরখাস্ত করিয়াছিলাম। রাগে প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত,

গত রাত্রিতে সে এই কাজ করিয়াছিল। যাহা হউক, সে ধরা পড়িয়াছে। যে সাবল সে ফেলিয়া গিয়াছিল, যাহার সহায়তায় জ্বলন্ত চাদর উচ্চ করিয়া তুমি নাড়িতে সমর্থ হইয়াছিলে, সেই সাবল হইতেই সে ধরা পড়িয়াছে! শত শত লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে সে চেষ্টা করিয়াছিল, সেজন্য নিশ্চয় তাহার দ্বীপান্তর হইবে। কিন্তু বাবু, তুমি কে? মাঠের মাঝখানে এরূপ অপথ দিয়া তুমি কোথায় যাইতেছিলে?"

মুস্তফি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি নিজের সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত কথা শুনিয়া সাহেব কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"বাবু! তুমি বড় মন্দ কাজ করিয়াছ। আফিসের টাকা গ্রহণ করা যে কিরূপ গুরুতর অপরাধ, তাহা জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া তুমি এ কাজ করিলে? টাকার জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য আমরা তোমার নিকট বিলক্ষণ ঋণী হইয়াছি। টাকায় সে ঋণ পরিশোধ হয় না। টাকা তোমাকে দিব। তাহা ব্যতীত তোমার অনেকগুলি টাকা আমার কাছে আছে। আমি তোমার অপরাধের কথা বলিতেছি। সাহেবেরা গত কল্য যদি সিন্দুক খুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, এখন সেই কথা ভাবিতেছি।

মুস্তফি উত্তর করিলেন,—"হাঁ সাহেব, আমি ঘোরতর অপরাধ করিয়াছি। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস এই যে, যিনি নানারূপ অঘটন ঘটাইয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, যিনি আপনার ন্যায় মহানুভবের সহিত আমার মিলন করিয়াছেন, তিনিই আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।"

একাদশ অধ্যায়।

মাশ্চটকের শুদ্ধাচার।

সাহেব বলিলেন,—"কা'ল রাত্রির গাড়িতে যে সাহেব ও মেমগণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন তোমাকে তিন হাজার টাকার চেক দিয়া গিয়াছেন। আর কয়েক জন মিলিয়া দুই হাজার টাকা দিয়াছেন। তোমার জন্য এই পাঁচ হাজার টাকা আমার নিকট জমা আছে। তাহা ব্যতীত রেল কোম্পানীর তরফ হইতে আমিও তোমাকে এক হাজার টাকা দিব। সুতরাং এক্ষণে টাকার আর অভাব নাই। আমার কেবল এই ভয় যে, পাছে তোমার সাহেবেরা সিন্দুক খুলিয়া তোমার অপরাধ জানিতে পারিয়া থাকেন। অল্পক্ষণের নিমিত্ত তুমি একবার আপনার আফিসে যাইতে পারিবে?"

মুস্তফি উত্তর করিলেন,—"বোধ হয়, পারিব।"

সাহেব বলিলেন,—"উত্তম কথা! আমি তোমাকে পাঁচ শত টাকা দিতেছি। পালকি করিয়া তুমি এখন বাড়ী যাও। তাহার পর আহারাদি করিয়া আফিসে যাইবে। তোমার চেহারা দেখিলেই সাহেবদের

বিশ্বাস হইবে যে, সত্য সত্যই তুমি পীড়িত হইয়াছ। তোমার মাথা হইতে অনেক রক্ত বাহির হইয়া গিয়াছে। সে জন্য তোমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহা ব্যতীত তোমাকে একখানি চিঠি দিতেছি। সত্য সত্য তোমার শরীর সুস্থ নাই, এখন তাহাতে কেবল সেই কথা লিখিব। আফিসে গিয়া আফিসের টাকা পূর্ণ কর। কিন্তু সাহেবেরা যদি সিন্দুক খুলিয়া থাকেন, তোমার অপরাধ যদি তাঁহারা অবগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সত্বর আমার নিকট সংবাদ দিবে। আমি নিজে গিয়া তোমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। তার পর, চাকুরির জন্য তুমি ভাবিও না। সে আফিসে তোমাকে আর চাকুরি করিতে হইবে না। অধিক বেতনে তোমাকে ভাল চাকুরি দিব।

বেহারাকে সাহেব পালকি আনিতে বলিলেন। সাহেব মুস্তফিকে আপাততঃ পাঁচ শত টাকা দিলেন। তাহা লইয়া প্রফুল্ল মনে তিনি বাটী আসিলেন। বাড়ীতে গৃহিণী ও পুত্রগণ ঘোর উদ্বিগ্ন ছিলেন ও নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। মুস্তফি গৃহিণীকে বলিলেন,—"দুঃখ হইতে সুখ হয়; বিপদ্ হইতে সম্পদ্ হয়, কি হইতে যে কি হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের লীলা কেহ বুঝিতে পারে না। এত দিন পরে বোধ হয়, আমাদের অদৃষ্ট ফিরিল। কা'ল এই সময়ে আমি অকূল পাথারে ভাসিতেছিলাম। আজ আমি ছয় হাজার টাকার মালিক। তাহার পর, আরও কত কি হইবে, তাহা এখন জানি না।"

বাড়ীর লোক সকলেই আনন্দিত হইলেন। তাহার পর সেই পালকি করিয়া মুস্তফি মহাশয় আফিসে গমন করিলেন। আফিসের সাহেবেরা তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে,—"তোমার নিজে আসিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না, চাবি পাঠাইয়া দিলেই হইত।"

যাহা হউক, সাহেবেরা সিন্দুক খুলেন নাই। আস্তে আস্তে তিনি আফিসের টাকা পূর্ণ করিয়া দিলেন। তাহার পর সাত দিনের ছুটি লইয়া পুনরায় বাটী আসিলেন।

চারি দিন তিনি শয্যা হইতে আর উঠিতে পারিলেন না। রেলের বড় সাহেব ডাক্তার পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন। ভাল হইয়া পুনরায় তিনি রেলের সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রেলের সাহেব তাঁহাকে পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা প্রদান করিলেন, আর তাঁহার আফিসে একটি ভাল চাকুরি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার পর নিজের আফিসে গিয়া সাহেবদিগের নিকট হইতে তিনি বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সাহেবেরা প্রথমে তাঁহাকে ছাড়িতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, অন্য স্থানে তাঁহার উচ্চপদ ও অধিক বেতন হইতেছে, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

রেলের আফিসে মুস্তফি মহাশয় মান-সম্ভ্রমের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের ভিতরেই সাহেবদের তিনি প্রিয়পাত্র হইলেন। আফিসের অন্যান্য বাবুরাও তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। সংসারে তাঁহার সচ্ছল হইল। স্ত্রীর গহনা হইল, বালকদ্বয়ের ভালরূপ কাপড় চোপড় হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যদি তিনি কখন অর্থের কামনা করিতেন, তাহা হইলে সে কামনা কখন নিজের কিম্বা স্ত্রী পুত্রের সুখের জন্য নহে; সে কামনা পরের জন্য তিনি করিতেন। তিনি ভাবিতেন যে, "যদি কখন আমার টাকা হয়, তাহা হইলে অমুককে আমি এই দিব, অমুক ছেলের বিদ্যা-শিক্ষার খরচ আমি দিব, অমুককে কন্যাদায় হইতে আমি উদ্ধার করিব, অমুকের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহার ভদ্রাসন বাটী বন্ধক হইতে মোচন করিব। এক্ষণে সেই সমুদয় সাধ তাঁহার পূর্ণ হইল। তাহাই তাঁহার আনন্দ।

ওদিকে নাশ্চটক্ মহাশয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ধনবান্ হইয়া পড়িলেন। ধন থাকিলে মান-সম্ভ্রমের সীমা পরিসীমা থাকে না। কাহাকেও একটি পয়সা দিতে হয় না। অমুকের টাকা আছে, এই কয়টি কথা প্রচারিত হইলেই যথেষ্ট। তাহা হইলেই সকলে তাঁহার পায়ে তৈল মর্দ্দন করিতে থাকে। নাশ্চটক্ মহাশয়ের সুখ্যাতি পৃথিবীতে আর ধরে না।

কেবল তাহাই নহে, যে দিন হইতে নাশ্চটক্ মহাশয় ভগবতীর ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি ঘোর হিন্দু হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই যার-পর-নাই শুদ্ধাচারিণী ছিলেন, এখন হইতে কর্ত্তাটিও শুদ্ধাচারী হইলেন। মাথায় তিনি বৃহৎ একটি টিকি রাখিলেন। দক্ষিণ হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে তিনি সোণার সামান্য একটি আংটী পরিধান করিলেন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিলেন, বাহুতে একটিমাত্র রুদ্রাক্ষের বীজ পরিলেন। সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি রীতিমত করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতে লাগিলেন। গঙ্গা-জলে দৈনিক সন্ধ্যা তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া, ললাটে দীর্ঘ কোঁটা কাটিয়া, শরীরের নিম্ন ভাগে গরদের কাপড় ও ঊর্দ্ধদেশে নামাবলী পরিধান করিয়া, কোশা হাতে করিয়া যখন তিনি বাড়ী প্রত্যাগমন করিতেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিলেও মানুষের চক্ষু সার্থক হইত। পথের লোক ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিত ও গদ্গদ স্বরে তাঁহার স্তুতিবাদ করিত। ক্রমে বাড়ীতে তিনি গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। সকলে স্তম্ভিত হইল, সকলে তাঁহার গুণে মোহিত হইল। কি পুণ্যাত্মাই না পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! ইনি মানুষ নহেন; শাপ-ভ্রষ্ট কোন দেবতা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দুষ্টা পুত্রবধূ।

কিন্তু দূরের লোক যত তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, অতি নিকটের প্রতিবেশীরা তাঁহাকে ততদূর শ্রদ্ধা ভক্তি করিত না। প্রতিবেশিগণ রাত্রিদিন তাঁহার ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিত। বালিকা পুত্রবধূকে তাঁহারা কিরূপ স্নেহ মমতা করিতেন, তাহা তাহারা জানিত। সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন মাশ্চটক্ মহাশয়কে তাহারা কি বুঝিবে! সে জন্য হিংসায় তাহারা তাঁহার নিন্দা করিত। অন্য স্থানেরও এক আধ জন দুষ্ট লোক যে, মাশ্চটক্ মহাশয়ের কুৎসা না করিত, তাহা নহে। মন্দ লোকের স্বভাব যে, পরনিন্দা না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন শিশুপাল কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছিলেন, তখন অন্যের কথায় আর প্রয়োজন কি! এক দিন মাশ্চটক্ মহাশয়ের অবর্ত্তমানে নৌকায় তাঁহার কথা পড়িল। সকলে একবাক্য হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন,—"আর শুনিয়াছেন? মাশ্চটক্ মহাশয়, এখন কেবল এক বেলা দুইটি করিয়া আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করেন।

স্বগোত্র ব্যতীত অন্য কাহারও হাতে তিনি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। রাত্রিকালে একটু দুধ খাইয়া থাকেন। কি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ! এ কলিকালে এমন লোক হয় না। এরূপ মহাত্মার নাম করিলেও পুণ্য হয়।”

যেরূপ দুষ্ট লোকের কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম, সেইরূপ একজন দুষ্ট লোক বলিল,—“মাশ্চটক্ মহাশয়ের ব্যবসায়টা কি, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন?”

এই কথা শুনিয়া নৌকা শুদ্ধ বাবুরা ছি ছি করিয়া উঠিলেন। একজন প্রবীণ ধর্ম্মভীরু লোক উত্তর করিলেন,—“তোমার বয়স অল্প, সংসারের জ্ঞান তোমার কিছুমাত্র নাই। বিষয় কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে বাপু? শুদ্ধাচার, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ, পূজা, এই সকল হইল ধর্ম্ম। তাহার মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার হইল প্রধান ধর্ম্ম। তাহার সাক্ষ্য দেখ—ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিলে লোক জাতিভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু অখাদ্য ভক্ষণ করিলে লোক জাতিভ্রষ্ট হয়। অর্থোপার্জ্জনের সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। বুঝিলে বাপু! কিন্তু তোমরা কলি-কালের ছোক্‌রা। তোমরা হয় তো বলিয়া বসিবে যে, বিষয় রক্ষা করিতে জাল করা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা উচিত নহে। তোমরা সব করিতে পার, সব বলিতে পার। টাকার জন্য দ্রোণ-গুরু ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা-মহাপাতকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। আমরা সামান্য মানুষ। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম আমরা জানি না। মহাজনেরা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথ আমরা অনুসরণ করি। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। আর দেখ, মানুষ সন্ধ্যা আহ্নিক করে কেন? বিষয় কর্ম্মে যদি কিছু পাপ হয়, তাহা হইলে সন্ধ্যা আহ্নিকের বলে দিনের পাপ দিনে কাটিয়া যায়। পাপ ক্ষয় হয়; শরীর সর্ব্বদা নিষ্পাপ থাকে। দেশে অনেক লোক

বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ পায়ের উপর পা দিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। বল তো বাবু, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন যুধিষ্ঠির ছিলেন? যাহা হউক, এ স্থানে আর বসিতে নাই।"

এই কথা বলিয়া তিনি নৌকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিলেন; রৌদ্রে তাঁহার সর্ব্বশরীর ভাজা-ভাজা হইতে লাগিল। সাধু লোকের নিন্দা ভাল লোকের প্রাণে সহ্য হয় না। সে স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

মাশ্চটক্ মহাশয়ের সব সুখ হইয়াছিল। তাঁহার টাকা হইয়াছিল। লোকের নিকট মান-সম্ভ্রম হইয়াছিল। গৃহিণী মনের মত শুদ্ধাচারিণী ছিলেন। পুত্রটিরও বিষয় কর্ম্মে মন ছিল, আর পিতার ন্যায় তিনিও ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে পূর্ণ সুখ কাহারও হয় না, একটি আধটি বিষয়ে খুঁত থাকে। পুত্রবধূটির জন্য মাশ্চটক্ মহাশয় অসুখী ছিলেন। প্রভাবতী ততদূর শুদ্ধাচারিণী ছিল না। শাশুড়ী বলিয়াছিলেন যে,—"বাসনগুলি প্রথম তিনবার ছাই দিয়া মাজিবে, তাহার পর তিনবার গোবর দিয়া মাজিবে, তাহার পর সাতবার পুকুর-জল দিয়া ধুইবে, তাহার পর সাতবার গঙ্গাজল দিয়া ধুইবে। ছাড়া কাপড়গুলি তিনবার পুকুরে কাচিবে, তাহার পর তিনবার গঙ্গাজলে ধুইবে। ঝাঁটা গাছটি প্রতিদিন খুলিয়া এক একটি কাটি গোবর দিয়া মাজিবে, তাহার পর পুকুর-জলে ধুইবে, তাহার পর গঙ্গাজলে ধুইবে। ঘরে, দ্বারে ও বাড়ীর প্রাঙ্গণে দিনের মধ্যে সাতবার গোবর-জলের ছড়া দিবে। সকালে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পর, দিনের মধ্যে চারিবার জলে গোবর গুলিয়া সেই জল আপনার মাথায় ঢালিবে।"

সংসারের কাজ-কর্ম্ম বিষয়ে শাশুড়ী ঠাকুরাণী এইরূপ অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সকল সময়ে প্রভাবতী তাঁহার আদেশমত কাজ

করিতে পারিত না। বাসন সাতবার গঙ্গা জলে না ধুইয়া ভ্রমক্রমে হয় তো ছয়বার ধুইত। "একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার, পাঁচবার, ছয়বার," কয়বার ধোয়া হইল, আড়ালে বসিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহা গণিয়া দেখিতেন। শীতকালে সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন হয় তো সে মাথায় ভাল করিয়া গোবর-জল ঢালিত না। কদাচারী মাদব মুস্তফির কন্যা আর কত ভাল হইবে! সেজন্য শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না; স্বামী অধর, তাহার মুখ দর্শন করিতেন না। প্রভাবতীকে সর্ব্বদাই শাসন করিতে হইত, সর্ব্বদাই তাহাকে নিদারুণভাবে প্রহার করিতে হইত। কখন শ্বশুর এক দিক্ ও অধর অন্য দিক্, দুই জনে তাহার দুই দিক্ ধরিতেন, শাশুড়ী ঠাকুরাণী যথাশক্তি ঝাঁটার বাড়ী তাহাকে মারিতেন। কখন বা পিতা মাতা দুই জনে তাহাকে ধরিতেন, অধর তাহাকে যথাশক্তি কিল চাপড় অথবা বেত মারিতেন। ঝাঁটা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী শ্রান্ত হইয়া গেলে, কখন বা মাতাপুত্রে তাহাকে ধরিতেন, আর শ্বশুর মহাশয় নিজে জুতার প্রহারে তাহার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেন। কিন্তু মাজিলে ঘষিলে, শতবার ধুইলে কয়লা কি কখন কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করে? এমন দিন যায় না—যে দিন প্রভাবতীর একটা না একটা দোষ বাহির হইয়া পড়ে। তাহার জ্বালায় ধর্ম্মপরায়ণ মাশ্চটক্ মহাশয়ের হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইল। তাহার জ্বালায় স্বামী অধর বাহিরে রাত্রি যাপন করিতেন। মা টাকা দিতেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমি হেন শাশুড়ী !

পোড়ার-মুখী প্রভাবতীর আরও দোষ এই যে, এত মার খাইয়াও কখন সে মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিত না। নীরবে প্রহার সহ্য করিত। তাহার রূপও সামান্য ছিল না। যেমন ধব্‌ধবে রং, তেমনি চক্ষু, তেমনি মুখের ও শরীরের গঠন। শরীর যেন মাখন দিয়া গঠিত ছিল! সেইজন্য কি দারুণ প্রহারে তাহার কষ্ট হইত না? সেইজন্য সে কি কাঁদিত না? চক্ষু দুইটি ছল্‌ছল করিয়া চুপ করিয়া থাকিত? তাহার পর পোড়ার-মুখীর চুল। দীর্ঘ নিবিড় উজ্জ্বল কেশরাশি তাহার হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। এক দিন রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া অকস্মাৎ শাশুড়ীর মনে উদয় হইল,—"সর্ব্বনাশ! ঐ চুলের ভিতর শগড়ি তো লাগিয়া থাকিতে পারে! তবে তো আমার জাতি জনম আর কিছুই নাই। তবে তো এত দিন আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হইয়া গিয়াছে! কাল ইহার প্রতিকার করিতে হইবে।"

পর দিন শ্বশুর মহাশয় ও অধর বাবু প্রভাবতীকে উত্তমরূপে ধরিলেন। প্রভাবতীকে ধরিবার কোন আবশ্যক ছিল না। চুপ করিয়া নীরবে সে প্রহার সহ্য করিত। তবে ধরিয়া মারিলে সাজাটা ভালরূপ হয়, দেখিতে শুনিতেও ভাল হয়, সেইজন্য তাহাকে ধরিয়া প্রহার করা হইত। শ্বশুর ও স্বামী দুই জনে দুই দিকে ধরিলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিজে বঁটি দিয়া পোঁচাইয়া পোঁচাইয়া তাঁহার চুলগুলি কাটিতে লাগিলেন। বঁটি দিয়া চুল ভালরূপ কাটা যায় না। সেজন্য কতক তিনি কাটিলেন, আর কতক ছিঁড়িয়া তুলিলেন। আজ প্রভাবতীর চোখে কান্না আসিল। ক্লেশে ও দুঃখে আজ তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। "চুপ কর্, হারামজাদি!" এই কথা বলিয়া শাশুড়ী তাহার মুখে দুই-চারিটি ঠোনা মারিলেন। সেই আঘাতে প্রভাবতীর ঠোঁট কাটিয়া গেল ও দাঁত দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

এই সমুদয় কথা কলিকাতায় মুস্তফি মহাশয়ের বাটীতে আসিতে লাগিল। প্রভাবতী লিখিতে পড়িতে জানিত। কিন্তু সে নিজে পিতা মাতাকে কখন একটি কথাও লেখে নাই; কিম্বা লোক দ্বারা একটি কথাও কখন বলিয়া পাঠায় না। পাড়া-প্রতিবেশীরা এই সকল কথা মুস্তফি মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইল। মুস্তফি মহাশয়ের গৃহিণীর মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কন্যাকে দেখিতে যাইবার নিমিত্ত স্বামীকে তিনি বার বার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুস্তফি মহাশয় বলিলেন যে—"সে নরাধমের বাড়ী আমি আর যাইব না।"

কন্যাকে তিনি তিন চারি বার আনিতে পাঠাইলেন। কিন্তু মাশ্চটক্ মহাশয় তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইলেন না। তিনি বলিলেন,—"যাদব বড় কদাচারী। তাহার পুত্রেরা সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, বিস্কুট খায়, বাজারের মাংস খায়। সে বাড়ীতে আমি আমার পুত্রবধূকে পাঠাইতে পারি না! তাহার হাতে আমাকে ভাত জল খাইতে হয়।"

"শ্বশুর ও স্বামী দুইজনে দুই দিকে ধরিলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিজে বঁটি দিয়া পোঁচাইয়া পোঁচাইয়া তাহার চুলগুলি কাটিতে লাগিলেন।"

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

প্রভাবতীর মাতা দুই তিন বার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশকে পাঠাইলেন। কিন্তু প্রভাবতী তাহাকে কোন কথাই বলিল না। প্রথম বারে সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভা! তোর চুল কি হইল ?"

প্রভাবতী কোন উত্তর করিল না। শাশুড়ী নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"প্রতিদিন ওর মাথা ব্যথা করিত; সে জন্য ডাক্তার চুল কাটিয়া দিতে বলিয়াছিল।"

প্রভাবতীর মাতা একবার একজন ঝি পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকেও প্রভাবতী কিছু বলিল না। একবার নির্জ্জনে পাইয়া, ঝি তাহার গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। দেখিল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে কালশিরা দাগ, অঙ্গে পৃষ্ঠে সমস্ত গায়ে প্রহারের দাগ। কতক নূতন দাগ, কতক পুরাতন দাগ!

তাহার গায়ে এরূপ সব দাগ কেন, ঝি তাহা জিজ্ঞাসা করিল। প্রভাবতীর চক্ষু দুইটি কেবল ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে কোন উত্তর করিল না।

পাড়ার একজন প্রতিবেশিনী,—ঝিকে সকল কথা বলিলেন। প্রতিবেশিনী বলিলেন,—"প্রতিদিন দুই একবার মিন্‌সে, মাগী আর ছোঁড়া দুধের বাছাকে প্রহার করে। কি বলিব গো! নিদারুণভাবে প্রহার করে। চোরকেও লোক এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে না; আর বিনা দোষে প্রহার করে। এই কা'লকার কথা বলি শুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। কাল গিন্নী মুড়ি ভাজিয়া বৌকে তুলিয়া রাখিতে বলিলেন। বৌ প্রথমে হাতটি উত্তমরূপে ধুইল, তাহার পর শুক্‌না কাপড়ে হাতটি মুছিয়া, মুড়ির ধামাটি ছুঁইল। আমি সেখানে দাঁড়াইয়া; আমি স্বচক্ষে সব দেখিলাম। তবুও মাগী বলিল যে,—'তুই ভিজা হাতে মুড়ির ধামা ছুঁইয়াছিস্, মুড়ি সব শগ্‌ড়ি হইয়া গিয়াছে।' এই কথা বলিয়া, যা নয় তাই বৌটাকে গালি দিল। সন্ধ্যার পর কর্ত্তা ও ছেলে বাড়ী

আসিলে তাহাদিগকে বলিয়া দিল। তিন জনে পড়িয়া লাথি, চড়, কিল —যত পারিল—মারিল; কেহ বা বেত মারিল, কেহ বা জুতা দিয়া মারিল, কেহ বা ঝাঁটার বাড়ী মারিল। সে মারের কথা তোমাকে আর কি বলিব? মনে করিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু অমন গুণের বৌ আর হবে না। বাছার মুখে কথা নাই। মাগীর জ্বালায় ঝি চাকর কেহ তিষ্ঠিতে পারে না। বৌটিকেই সকল কাজ করিতে হয়। সমস্ত দিন কাজ করিতেছে, এক তিল বসিয়া থাকে না। এই ধুইতেছে, এই মাজিতেছে, এই ঝাড়িতেছে। তাহার পর জল-তোলা। দিনের মধ্যে পুকুর হইতে বাছাকে যে কত কলসী জল তুলিতে হয়, গণিয়া তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। এত যন্ত্রণাভোগ করিয়াও বাছার মুখে কথা নাই। মুখটি বুজিয়া চুপ করিয়া সর্ব্বদাই কাজ করিতে থাকে। মাগীর যেমন শুচি-বাই, তেমনি মাগীর হিংসা। বৌয়ের সঙ্গে পাছে বেটার ভাব হয়, সেই হিংসায় মাগী দম ফাটিয়া মরে। বল কি গো! বেটাকে মাগী একবার বৌয়ের কাছে যাইতে দেয় না। এমন মা কে কবে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে! আমরা হইলে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতাম না! হয় গলায় দড়ি দিয়া, না হয়, বিষ খাইয়া মরিতাম।”

এই গেল এক পক্ষের কথা। অপর পক্ষের কথা অন্যরূপ। প্রভাবতীর শাশুড়ীর মুখে পাড়ার লোকে সর্ব্বদা তাহা শুনিত। প্রভাবতীর শাশুড়ী বলিতেন,—“আমার বৌয়ের গুণের কথা তোমাদিগকে আর কি বলিব! হাড় আমার ঝালা-পালা হইয়া গেল। একটা কথা বলি, শুন। আমি বলিয়া দিয়াছি যে,—‘বৌ মা! স্নান করিয়া, ঘাটের উপর উঠিয়া, অল্প-ক্ষণের জন্য উলঙ্গ হইয়া, পরণের বাসি ভিজা কাপড়খানি দূরে ফেলিয়া দিবে। তাহার পর শুষ্ক কাচা কাপড়খানি পরিবে। তা না করিলে ছোঁয়া-ছুঁয়িতে কাচা কাপড়খানিও বাসি হইয়া যাইবে। তাহার পর সেই বাসি ভিজা কাপড়খানি ভাল করিয়া একবার পুকুর-জলে কাচিয়া, বাড়ীর

ভিতর আনিয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া লইবে।” আমার কথা বৌমায়ের গ্রাহ্য হয় না। ভিজা বাসি কাপড়ের উপরেই শুষ্ক কাচা কাপড় পরা হয়! ইহাতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি করিয়া থাকে, তা বল দেখি? তোমরা কি বল! উলঙ্গ হইতে লজ্জা করে? পুকুরের অন্য ঘাটে সব পুরুষ মানুষ থাকে? তা তাদের কি আর কাজ কর্ম্ম নাই? তারা কি এই দিক্‌পানেই চাহিয়া থাকে? তাহার পর, তারা কি করে, না করে, সে খোঁজে তোমার কাজ কি! তুমি সে দিক্ পানে চাহিয়া না দেখিলেই তো হইল। অল্পক্ষণের জন্য উলঙ্গ হইয়া, টুপ করিয়া আপনার কাজ সারিয়া লইতে হয়। তোমরা কি বল! আমি নিজে কি করি? রাজা থাকুন, প্রজা থাকুন, আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। ঘাটের উপর উঠিয়া স্বচ্ছন্দে আমি কোমর হইতে ভিজা কাপড়খানি ফেলিয়া দিই। তবু আমার কাপড় কত শুদ্ধ। রাত্রিতে কাপড় পরিয়া শুই না। দিনের বেলাও প্রায় সমস্ত দিন ন্যাংটো হইয়া থাকি। কোথাও শগ্‌ড়ি লাগিয়া যায়, কি,—কি লাগিয়া যায়, তারি চেয়ে কাপড় না পরিয়া থাকাই ভাল। তোমরা কি বল! একটুখানির জন্য উলঙ্গ হইতে আবার লজ্জা! অমন বৌ থাকিতে আমার অধরের সুখ হইবে না। তোমরা কি বল! তার পর, আমি হেন শাশুড়ী! আমার কাছে যদি প্রশংসা না পাইল, তবে আর কাহার কাছে প্রশংসা পাইবে? তোমরা কি বল! পড়ত আমার শাশুড়ীর পাল্লায়, তাহা হইলে বুঝিতাম। গুরুজনের নিন্দা করিতে নাই, কিন্তু আমার শাশুড়ীর কথা যদি সব বলি, তাহা হইলে আর জ্ঞান থাকে না। কেবল একটা কথা বলি শুন। দেশে থাকিতে জল খাবারের জন্য প্রতিদিন বৈকালবেলা আমি বারোখানি করিয়া পরেটা করিতাম। চারি খানি কর্ত্তার জন্য, চারি খানি আমার নিজের জন্য, আর চারি খানি অধরের জন্য। সন্ধ্যাবেলা আমাদের খাবার সময় বুড়ী করিত কি তা জান, বুড়ী সেই পরেটার পানে জুলুর জুলুর চাহিয়া থাকিত। ইচ্ছা যে, তাহাকেও দুই এক খানা আমরা দিই।

কিন্তু তখন মাশ্চটক্ মহাশয়ের অবস্থা ভাল ছিল না। এত কোথা হইতে আসিবে, বুড়ীর সে বিবেচনা ছিল না। তোমরা কি বল! তাঁর কি আর দুইটি মুড়ি খাইলে চলিত না! দাঁত ছিল না সত্য। তা, কত লোক মাড়ি দিয়া যে পাহাড় পর্ব্বত চিবায়, মাড়ি দিয়া লোহার কড়াই খাইয়া হজম করে! তোমরা কি বল! বুড়ীর দৃষ্টিতে সেই পরেটা আমাদের পেটে গিয়া গজ্‌গজ্ করিত।' এক দিন অধরের পেট কামড়াইতে লাগিল। পেটের ব্যথায় বাছা কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আমার সহ্য হইল না। আমি কর্ত্তাকে বলিয়া দিলাম। আমি বলিলাম, —'দেখ মাশ্চটক্ মহাশয়! তোমার মায়ের জ্বালায় আমাদের আর মুখ নাড়িবার যো নাই। মুখটি নাড়িলেই অমনি ডাইনীর মত মিটির মিটির চাহিয়া থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের পেটের ভাত চা'ল হইয়া যায়। গ্রহিণী রোগে সকলকে আমাদের মরিতে হইবে!' তোমরা কি বল! মাশ্চটক্ মহাশয় মাকে ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিয়া দিলেন। বুড়ী কাঁদিতে লাগিল। তা দেখিয়া আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম, —'তোমার বেটা! দশ মাস দশ দিন পেটে ধরিয়াছ। না হয়, ঘা কতক মারিয়াছে। আদিখ্যাতা করিয়া তাতে আবার কান্না কেন, বাছা?' তোমরা কি বল! কর্ত্তাকে আমি বলিলাম,—"দেখ মাশ্চটক্ মহাশয়! এক দিন একটু শাসন করিলে চলিবে না। তোমার মাকে মাঝে মাঝে ঐরূপ শাসন করিতে হইবে। তবে অভ্যাস হইয়া যাইবে। তা না হইলে এক আধ বার মারিলে ধরিলে ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া কাঁদিবে। কান্নার জ্বালায় বাড়ীতে আমি তিষ্ঠিতে পারিব না। তোমরা কি বল! মাশ্চটক্ মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন। তবে বুড়ীর ডাইনীর মত সে মিটির মিটির চাউনি গেল। ভগবান্ মাথার উপর আছেন। আমি না হয় সহিলাম; কিন্তু তিনি সহিবেন কেন? তোমরা কি বল! আমি কাঁদিতে মানা করিয়াছিলাম। আমার কথা তিনি শুনিলেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া

শেষে তাঁহার চক্ষু দুইটি অন্ধ হইয়া গেল। তার পর, এক দিন সকাল বেলা দেখি না যে, বিছানায় কাঠ হইয়া পড়িয়া আছেন। তখন আমার হাড় জুড়াইল। তোমরা কি বল! যাহা হউক, তিনি এখন স্বর্গে গিয়াছেন। অধিক কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। তাই বলি যে, পড়্‌ত আমার শাশুড়ীর পাল্লায়, তাহা হইলে বুঝিতাম। তোমরা কি বল!"

অন্য পক্ষের কথা এইরূপ। এমন শ্বশুর শাশুড়ী পাইয়াও প্রভাবতী যে সুখে ঘর কন্না করিতে পারিল না, তাহাই আশ্চর্য্যের কথা। কলি-কালের বৌ! কত ভাল হইবে!

ঝি আসিয়া সমস্ত কথা প্রভাবতীর পিতা-মাতাকে বলিল। মুস্তফি মহাশয় একবার মনে করিলেন যে, আদালতে নালিশ করি। কিন্তু কন্যাকে কাছারিতে তিনি কি করিয়া হাজির করিবেন। তাহা ব্যতীত কন্যা নিজে হয় তো শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবে না। তাহা হইলে আর নালিশ করিয়া কি হইবে। "আমার কন্যা মরিয়া যাউক," এক্ষণে তাঁহাকে এইরূপ কামনা করিতে হইল।

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল। সহসা এক দিন মুস্তফি মহাশয় একখানি পোষ্ট কার্ড পাইলেন। বৈবাহিকের একজন প্রতিবেশী তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আপনার কন্যা ঘোরতর পীড়িতা। তাহার কিছুমাত্র চিকিৎসা হইতেছে না। কন্যাকে যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন।"

পোষ্ট কার্ড পাইয়া মুস্তফি মহাশয় আর থাকিতে পারিলেন না। গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া বৈবাহিকের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, প্রভাবতী একটি ছেঁড়া মাদুরের উপর মেজেতে পড়িয়া আছে। খুব জ্বর। খুব কাসি। নিশ্বাস ফেলিতে খুব কষ্ট হইতেছে। প্রাণ তাহার আইঢাই করিতেছে। কেবল এপাশ ওপাশ করিতেছে। মুস্তফি মহাশয় তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিতে দৌড়িলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণ-জ্ঞান আমি কি জানি?

সেই অবসরে প্রভাবতীর মাতা তাহার গায়ের কাপঁড় খুলিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, সর্ব্বাঙ্গে কাল কাল দাগ। কোন স্থানে গোল, কোন স্থানে লম্বা দাগ। অনেক স্থানের ছাল উঠিয়া গিয়াছে। ঘায়ের মত সাদা হইয়া দগদগ্ করিতেছে। শরীরের যে সমুদয় স্থান সর্ব্বদা বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকে, সে সকল স্থানেও সেইরূপ দাগ। মাতার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মাতা হাপুশ-নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। স্নেহের সহিত কন্যার মস্তকটি আপনার বক্ষঃস্থলে রাখিলেন। মাতার বুকে আপনার মাথা রাখিয়া কন্যার প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল হইল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভা! তোর গায়ে এ সব কি? এ সব দাগ কিসের? গোল দাগ, লম্বা দাগ। অনেক স্থানে ঘা হইয়াছে। এ সব কি?"

এত দিন প্রভা চুপ করিয়াছিল। মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া আজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রভা কাঁদিতে লাগিল, মা কাঁদিতে লাগিলেন। দুই জনের চক্ষের জলে দুই জনের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল; দুই জনের কাপড় ভিজিয়া গেল।

"কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভা বলিল,—"মা! এতদিন আমি কোন কথা বলি নাই।"

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভা বলিল,—"মা! এত দিন আমি কোন কথা বলি নাই। আমি মনে করিতাম যে, শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজন, তাঁহাদের নিন্দা করিতে নাই। আমি মেয়ে-মানুষ, কষ্ট সহ্য করিতে মেয়ে-মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর, এই ঘর আমাকে চিরকাল করিতে হইবে, সুখ হইলেও আমাকে এই ঘরে থাকিতে হইবে, দুঃখ হইলেও আমাকে এই ঘরে থাকিতে হইবে। বাপ ভাই রাজা হইলেও মেয়ে-মানুষের পক্ষে সে ঘর কিছু নহে। এইরূপ ভাবিয়া আমি চুপ করিয়াছিলাম। মনে করিতাম যে, দুঃখ আমার চিরকাল থাকিবে না। সেবা করিয়া, ভক্তি করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে আমি বশ করিব। তখন আমার প্রতি তাঁহাদের দয়া হইবে।"

মা বলিলেন,—বাছা আমার!

চুপ করিয়া দুই জনে কাঁদিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ কাঁদিয়া মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর গায়ে এ সব দাগ কি করিয়া হইল? এ তো বেতের দাগ নয়, জুতারও দাগ নয়, ঝাঁটারও দাগ নয়, এ সব কিসের দাগ?"

প্রভা বলিল,—চারিদিন পূর্ব্বে এ সব দাগ হইয়াছে। মা! আমার কোন দোষ ছিল না। তিনি ভাত খাইতে বসিয়া, ভাতের ভিতর হইতে মিছামিছি একটা শিকড় বাহির করিয়া বলিলেন,—"দেখ মা! আমার ভাতের ভিতর এই শিকড়টা ছিল।"

প্রভাবতীর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে এ কথা বলিল? ভাতের ভিতর হইতে কে শিকড় বাহির করিল? সে কে?"

প্রভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, তবুও তাহার মা বুঝিতে পারিলেন না, তখন সে চুপি চুপি বলিল,—"তোমার জামাই।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল?"

প্রভা বলিল,—"গুণ-জ্ঞান তুক-তাকের মা, আমি কি জানি ? শাশুড়ী বলিলেন যে, আমার ছেলেকে গুণ করিবার নিমিত্ত তুই এ শিকড় ভাতের ভিতর রাখিয়াছিলি।" তোমার জামাই হাসিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তামাসা দেখিবার নিমিত্ত তিনি নিজেই ভাতের ভিতর একটা শিকড় রাখিয়াছিলেন; তাহার পর, নিজেই তাহা বাহির করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই কথা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শাশুড়ী আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। সন্ধ্যার পর শ্বশুর, বাড়ী আসিলে তাঁহাকে তিনি সেই কথা বলিয়া দিলেন। তাহার পর তামাক খাইবার কল্‌কে ও চিম্‌টা আগুণে পোড়াইয়া তিন জনে মিলিয়া আমার সর্ব্বশরীরে ছাঁকা দিলেন। তাই আমার গায়ে এরূপ দাগ হইয়াছে। এ বেতের দাগ নহে। সেই দিন রাত্রিতে আমার জ্বর হইল। মা, নিশ্বাস ফেলিতে আমার কষ্ট হইতেছে। ইঁহাদের ইচ্ছা যে, আমি মরিয়া যাই। আমি মরিয়া গেলে পুনরায় বিবাহ দিয়া ইঁহারা অনেক টাকা পাইবেন। যাহাতে আমি শীঘ্র মরিয়া যাই, সকলের সেই ইচ্ছা। তাই জন্য ইঁহারা আমাকে এত মারেন ধরেন। এই কথা ইঁহারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন। এইবার ইঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

মা বলিলেন,—"বালাই !"

প্রভা বলিল,—"মা এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত প্রথম প্রথম যা পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার পর একদিনও আর পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাই নাই। আমাকে রাঁধিতে হয়, সকলকে দিইয়া থুইয়া খাইতে হয়। শাশুড়ী জানিয়া শুনিয়া রাঁধিবার নিমিত্ত কম করিয়া চাউল দেন। শেষকালে আমার আর কুলায় না ! জলখাবার কাহাকে বলে, তা তো ভুলিয়া গিয়াছি। দুই বেলা দুইটি ভাত। তাও যদি পেট ভরিয়া না পাই, তাহা হইলে কাজ কর্ম্ম কি করিয়া করি! বৈকাল বেলা ক্ষুধায় মাথা ঘুরিতে থাকে, দাঁড়াইতে পারি না, বসিয়া পড়ি। কিন্তু

বসিলেই আবার শাশুড়ী গালি দিতে থাকেন। এ বাড়ীর পিছনে ছোট একটি তেঁতুল গাছ আছে দেখিয়াছ? পেটের জ্বালায় সেই গাছ হইতে রাশি রাশি কাঁচা তেঁতুল পাড়িয়া খাই। তাও খুব চুপি চুপি। শাশুড়ী দেখিতে পাইলে আর রক্ষা থাকে না। যখন কাঁচা তেঁতুল না থাকে, তখন মুঠা মুঠা তেঁতুল পাতা চিবাই। আমি মরিয়া গেলে ছেলের পুনরায় বিবাহ দিয়া ইঁহারা অনেক টাকা পাইবেন। সেই জন্য ইঁহারা আমাকে এত যন্ত্রণা দেন, আর সেই জন্য পেট ভরিয়া আমাকে খাইতে দেন না। ইচ্ছা যে, না খাইয়া আমি মরিয়া যাই। তা এইবার ইঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।”

মা বলিলেন,—“বালাই!”
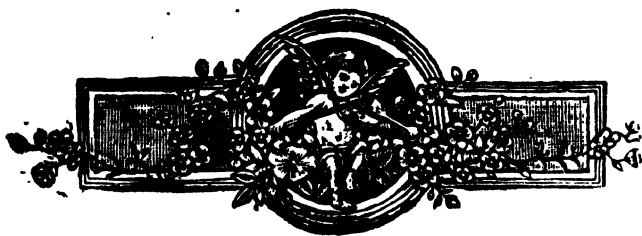
পঞ্চদশ অধ্যায়।

মহাত্মা-দর্শন।

মা বলিলেন,—"বালাই! তোমাকে আমরা আর এখানে রাখিব না। আর কখন তোমাকে এখানে পাঠাইব না। একটু পূর্ব্বে যদি বলিতে, তাহা হইলে কোন্ কালে তোমাকে আমরা এখান হইতে লইয়া যাইতাম।"

প্রভা বলিল,—"তা করিলে কি ভাল হইত? সকলে তাহা হইলে আমার নিন্দা করিত।"

মা ও কন্যা বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুস্তফি মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, "ডাক্তার এখনি আসিবেন।"

ডাক্তার আসিলেন। প্রভার বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন যে,—"মেয়েটির দুই দিকেই নিমোনিয়া হইয়াছে। দুই দিকের

শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র বন্ধ হইয়া যাইতেছে। পীড়া অতিশয় কঠিন। পুনরায় দুই ঘণ্টা পরে আমি আসিব।"

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা বেলা অধর ও মাশ্চটক্ মহাশয় বাড়ী আসিলেন। ক'ল্কে ও ছিঁচ্কা পোড়ার কথা মুস্তফি মহাশয় গৃহিণীর নিকট শুনিয়াছিলেন। রাগে অধীর হইয়া মাশ্চটক্‌কে তিনি বলিলেন, "তোমাদের মত নিষ্ঠুর লোক পৃথিবীতে নাই! নরকেও তোমাদের স্থান হইবে না! কা'ল প্রাতঃকালে আমি আমার কন্যাকে এখান হইতে লইয়া যাইব। সহ-মানে ছাড়িয়া দাও, ভালই; না ছাড়িলে, আদালতে আমি নালিশ করিব। নালিশ করিলে, তোমাদের জেল হইবে, তা জান ?

মাশ্চটক্ মহাশয় উত্তর করিলেন,—"স্বচ্ছন্দে তুমি লইয়া যাইতে পার। ও বৌয়ে আর আমাদের কাজ নাই! গুণ করিবার জন্য সে দিন সে আমার ছেলের ভাতের ভিতর শিকড় দিয়াছিল! কোন্ দিন আমার ছেলেকে মারিয়া ফেলিবে। অমন রাক্ষসী বৌয়ে আমার কাজ নাই; পুত্রের আমি পুনরায় বিবাহ দিব। কত লোকে আমার সাধ্য-সাধনা করিতেছে।"

মুস্তফি বলিলেন,—"হাঁ! ঐ চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে গুণ জ্ঞান জানে! বলিতে একটু লজ্জা হয় না? তোমাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। যাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, ভগবানে যাহাদের ভয় নাই, তাহাদের আর আমি কি বলিব!"

সন্ধ্যা বেলা ডাক্তার পুনরায় আসিলেন। প্রভাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার কথা মুস্তফি মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন! বাহিরে গিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"কাহাকে লইয়া যাইবেন? আর সে সময় নাই! সময় থাকিতে সে আয়োজন করিলে হইত! মেয়েটিকে একেবারে কালে ধরিয়াছে। ইহার শরীরে আর কিছু নাই। রাজা প্রজা সকলকে

যে লইয়া যায়, যাহার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই, সেই বোধ হয়, আজ রাত্রিতে আপনার কন্যাকে লইয়া যাইবে ; আপনাকে লইয়া যাইতে হইবে না।”

ডাক্তার রাত্রিতে, আরও দুই তিন বার আসিলেন। প্রভাবতীকে বাঁচাইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু প্রভাবতীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর প্রভাবতী বলিল,—“বাবা! বড় দাদা, মেজ দাদাকে দেখিতে পাইব না ?”

মুস্তফি মহাশয় তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। ভাই দুইজন যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া প্রভাবতী বলিল,—“আমি ভাই, চলিলাম। বাবা মাকে তোমরা দেখিও। বাবা মায়ের মনে কষ্ট দিও না।”

রাত্রি দুই প্রহরের পর প্রভাবতীর সর্ব্বশরীর শীতল হইয়া গেল। শ্বাস প্রশ্বাস যেন ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। পিতা মাতা ও দুই ভ্রাতা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভাবতী বলিল,—“আর আমার এখন কোন কষ্ট নাই। কেমন শান্তি! কেমন সুখ! সুখ ও স্বচ্ছন্দতায় সর্ব্বশরীর যেন পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। মরণে যে এমন সুখ, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। মনে করিতাম, মৃত্যুকালে লোকের কত না যাতনা হয়। কিছুমাত্র কষ্ট হয় না মা! বড় সুখ! এ যে কি সুখ, তাহা তোমাদিগকে আমি বলিতে পারি না।”

পিতা মাতা ভ্রাতা সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া প্রভাবতী পুনরায় বলিল,—“আমি একটু নিদ্রা গিয়াছিলাম। চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখিলাম! না, সে স্বপ্ন নহে, সে সত্য কথা। বাবা! তোমাকে সেই সব কথা তিনি আমায় বলিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।”

মুস্তফি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা? কে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

প্রভাবতী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"এইমাত্র একজন বৃদ্ধ লোক আমার নিকট আসিয়াছিলেন। ঠিক মুনি ঋষিদের মত। তাঁহার শরীর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল। কি প্রসন্ন মূর্ত্তি! স্নেহ, দয়া ও ভালবাসা দিয়া বিধাতা যেন তাঁহার মুখখানি গড়িয়াছেন। হাসি হাসি মুখে তিনি আমাকে বলিলেন,—'প্রভাবতি! মরিতে কি তোমার ভয় হইতেছে?' আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনি কে?' তিনি উত্তর করিলেন,—'তোমার মত আমিও একদিন পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পৃথিবীতে থাকিতে যথাসাধ্য আমি ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ভগবান্কে আমি ভক্তি করিতাম ও ভাল বাসিতাম। তাঁহার জীবগণকেও আমি ভাল বাসিতাম। পরের দুঃখ মোচন করিতে ও সকলকে সুখে রাখিতে আমি চেষ্টা করিতাম। সাধ্যমতে কখন কাহারও মনে আমি দুঃখ দিতাম না। সত্য পথে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতাম। সেই জন্য আমি এখন দেব-শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। অতি পবিত্র মনোরম স্থানে পরম সুখে বাস করিতেছি। তোমাকে এখন সেই স্থানে লইয়া যাইব। কিছুদিন পরে তোমার পিতা মাতাও সেই স্থানে যাইবেন। তোমার দ্বারা তোমার বাপকে এই সব কথা বলিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি'।"

প্রভাবতীর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?"

ষোড়শ অধ্যায়।

প্রভাবতীর কথা।

প্রভাবতী বলিল,—“সেই মহাত্মা পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —‘তোমার মরিতে কি ভয় হইতেছে?’

আমি উত্তর করিলাম,—‘মরিতে আমার ভয় হয় নাই। তবে পিতা মাতাকে ছাড়িয়া যাইব, তাঁহারা আমার জন্য কত কাঁদিবেন, সেই জন্য আমার দুঃখ হইতেছিল। কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া সে দুঃখ এখন আমার দূর হইল।’

মহাত্মা বলিলেন,—‘একবার আমার সঙ্গে এস, কেমন স্থানে আমরা বাস করি, কেমন স্থানে তুমি এখনি যাইবে, চল একবার দেখিয়া আসিবে।’

এই কথা বলিয়া, তিনি আমার হাত ধরিলেন। ঘরের ছাদ ভেদ করিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। অতি দ্রুতবেগে আমরা আকাশে গিয়া উঠিলাম। রাত্রিকাল, তথাপি উপরে উঠিয়া সূর্য্য চন্দ্র সব আমি দেখিতে পাইলাম। সূর্য্য চন্দ্র পার হইয়া আরও উপরে উঠিলাম। তাহার পর

ক্রমে এক দেশে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। সে যে কি সুন্দর দেশ!
—তাহা বাবা,—তোমাকে আর কি বলিব! সেখানে নানাজাতীয় গাছ আছে, নানাজাতীয় ফুল আছে। কিন্তু সে গাছের, সে ফুলের যে কি শোভা, তাহা মুখে বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীতে তাহার কোন উপমা নাই। সে স্থানের বায়ু কি সুমিষ্ট! চারিদিক্ কেমন সৌরভে পরিপূর্ণ! বায়ুতে, বৃক্ষপত্রে, নদীর ঝর্‌ঝর্ শব্দে, চারিদিকে কেমন সুমধুর সঙ্গীত! তাহার পর সে স্থানের সব লোক!—তাঁহাদের কি সুন্দর রূপ! সকলের উজ্জ্বল দেহ, সকলের মুখে পবিত্রতা, শান্তি, ভালবাসা ও আনন্দ যেন মাখানো রহিয়াছে সে স্থানে বালক বালিকা আছে। কিন্তু একজনও বৃদ্ধ নাই।"

প্রভাবতী বলিল,—"মহাত্মাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখানে ত কেহ বৃদ্ধ নাই; আপনার চুল তবে পাকিয়া গিয়াছে কেন?"

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'এইরূপ বেশ ধরিয়া তোমার নিকট যাইতে আমি আদেশ পাইয়াছিলাম। ইচ্ছামত আমরা নানা বেশ ধরিতে পারি। যে সমুদয় স্থানে যাইতে আমাদের অধিকার আছে, নিমিষের মধ্যে সে সকল স্থানে আমরা যাইতে পারি।'

আমি বলিলাম,—'এ স্থানটি কি সুন্দর! শান্তি ও আনন্দে স্থানটি যেন প্লাবিত হইয়া আছে!'

মহাত্মা বলিলেন,—'শীঘ্রই আমি তোমাকে এই স্থানে আনিব। মৃত্যুর পর ভাল লোকেরা দেবশরীর ধারণ করিয়া এই স্থানে আগমন করে। আত্মীয় স্বজনের সহিত সুখে এই স্থানে বাস করে। এ স্থানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, রোগ নাই, শোক নাই; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও অনেক সুখের স্থান আছে। আত্মীয় স্বজনের সহিত মানুষ ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থানে গমন করে। তাহাই মানুষের প্রকৃত ঘর; দুঃখময় পৃথিবী মানুষের প্রকৃত ঘর নহে।'

মহাত্মার কথায় আমার যেন মনে শান্তি ঢালিয়া দিল, আমার বুদ্ধি পরিষ্কৃত হইল। নানারূপ প্রশ্ন আমার মনে উদয় হইতে লাগিল। আমি তাঁহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আর তিনি যাহা বলিলেন,—তাঁহার আদেশে, বাবা!—সে সকল কথা তোমাকে আমি বলিতেছি।

মহাত্মাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যে বাড়ীতে আমি এক্ষণে বাস করি, তাহার একজন লোক বলেন যে, মানুষ মরিয়া গেলে আর কিছু থাকে না। সে কথা তবে সত্য নয়?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'ঈশ্বর দয়াময়; তিনি প্রতারক নহেন। সেই করুণা-সাগরের এক কণা মাত্র পাইয়া সজ্জন লোক দয়ার্দ্রচিত্ত হয়। পরমেশ্বর সকলের মনে বাঁচিবার ইচ্ছা দিয়াছেন। আমার আমিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য সকলেই লালায়িত। জীবকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর এ ইচ্ছা জীবের মনে প্রদান করেন নাই। জীবকে তিনি অনন্ত জীবন প্রদান করিয়াছেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মানুষ হইবার পূর্ব্বে জীবের অবস্থা কি ছিল?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'যাহাকে লোকে জড়পদার্থ বলে, অব্যক্ত ভাবে জীবের বীজ প্রথমে তাহাতে নিহিত ছিল। মহাশক্তি দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া, জীব প্রথমে উদ্ভিদ্ ও তাহার পর প্রাণিজগতে জন্ম-গ্রহণ করে। অবশেষে মানুষ হয় ও তখন তাহার মনে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান ভালরূপে বিকসিত হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যাঁহারা ভাল কাজ করেন, তাঁহারা এইরূপ সুখের স্থানে আগমন করেন। যাঁহারা ভাল কাজ করেন না, মৃত্যুর পর তাঁহাদের কি হয়?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা স্বার্থ উপার্জ্জন করিয়া কেবল নিজের উদর পূর্ণ করে ও আপনার পরিবারবর্গকে

প্রতিপালন করে, জগতের হিতের নিমিত্ত যাহারা কোন কাজ করে না, এরূপ লোক ঠিক পশুর ন্যায়, অর্থাৎ পশুরা যাহা করে, ইহারাও তাহাই করে। মৃত্যুর পর এরূপ লোক একপ্রকার সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে হউক, অথবা পৃথিবীর ন্যায় অন্য কোন স্থানে হউক, কিছুকাল বিচরণ করে। সেই সময় আমরা তাহাকে শিক্ষা প্রদান করি। আমাদের শিক্ষায় যদি তাহার চিত্ত প্রসারিত ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে এ স্থানে আগমন করিতে সমর্থ হয়। আমাদের শিক্ষায় যদি তাহার চিত্ত একান্তই উন্নত না হয়, তাহা হইলে কোন নিকৃষ্ট জীব অথবা মানুষ হইয়া পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।'

সপ্তদশ অধ্যায়

মন্দ কাজ ও ভাল কাজ।

প্রভাবতী বলিতেছে,—“আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—‘যাহারা পরের অনিষ্ট করে ও নানারূপ পাপ করে, তাহাদের কি হয়?’

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—‘মৃত্যুর পর কদাকার সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া তাহারা অন্ধকারময় জগতে গমন করে ও সে স্থানে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। বহুকাল যন্ত্রণাভোগের পর, আমরা তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি। শিক্ষা-লাভে যদি তাহার চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে এই স্থানে আগমন করিতে সমর্থ হয়। যদি তাহার চিত্ত পরিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে নিকৃষ্ট জীব অথবা মানুষ হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—‘মৃত্যুর পর স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না?’

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—‘ঈশ্বর দয়াময়। মানুষকে দিন কত কষ্ট দিবার নিমিত্ত মানুষের মনে তিনি স্নেহ মমতা ভালবাসা প্রদান করেন নাই। মানুষের সহিত তিনি ছলনা করেন না। মৃত্যুর পর এই স্নেহ মমতা ভালবাসা বরং আরও প্রসারিত হয়। পুণ্যাত্মগণ স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত অনন্তকাল অনন্ত সুখ উপভোগ করেন।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পুত্র যদি ঘোর পাপী হয়, তাহা হইলে কি হয়?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'সে যখন পৃথিবীতে থাকে, তখন তাহাকে আমরা সৎপথে আনিতে চেষ্টা করি। মৃত্যুর পরও তাহাকে আমরা সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করি। আমাদের চেষ্টা প্রায় বিফল হয় না। তাহার চিত্ত প্রসারিত ও পরিষ্কৃত করিয়া তাহাকে আমরা এ স্থানে আনিতে সমর্থ হই। যদি একান্ত আমাদের চেষ্টা বিফল হয়, যদি পুনরায় তাহাকে মনুষ্য অথবা নিকৃষ্ট জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঈশ্বরের কৃপায় তাহার উপর আমাদের স্নেহ মমতা থাকে না। ঈশ্বরের কৃপায় তাহাকে আমরা বিস্মৃত হইয়া যাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'শিক্ষা-দান ব্যতীত জীবিত মানুষদের অন্য বিষয়ে আপনারা উপকার করিতে পারেন?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'আমাদের শক্তি অসীম নহে। তাহা ব্যতীত জগদীশ্বর মানুষকে কতক পরিমাণে স্বাধীন করিয়াছেন। নিজের কর্ম্ম-ফলে মানুষ দেবত্ব লাভ করুক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সেজন্য জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত অনেক সময়ে কষ্টভোগ আবশ্যক। এরূপ স্থলে শক্তি থাকিলেও আমরা মানুষকে বিপদ্ ও দুঃখ হইতে রক্ষা করি না। চলিতে শিখিবার সময় অনেকে আছাড় খায়। তা বলিয়া মাতা তাহাকে কোলে বদ্ধ করিয়া রাখে না। যাহা হউক, এই স্থান হইতে আমাদের রশ্মি সর্ব্বদাই আত্মীয় স্বজনের নিকট প্রেরণ করি ও তাহাদিগকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করি। রেলের ঘটনা তুমি শুনিয়াছ? একটা লোক রেল তুলিয়া ফেলিবে, তাহা জানিয়া তোমার পিতাকে আমিই সে স্থানে লইয়া যাই। জ্বলন্ত চাদর নাড়িতে আমিই তোমার পিতাকে উপদেশ প্রদান করি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পৃথিবীতে আপনি কে ছিলেন?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'পৃথিবীতে আমিই তোমার পিতার পিতা অর্থাৎ পিতামহ ছিলাম। তোমার পিতামহীও এই স্থানে আছেন। আরও পবিত্র স্থানে যাইবার জন্য আমরা অনুমতি পাইয়াছি। কিন্তু তোমার পিতা মাতার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কিরূপ ভাল কাজ করিলে মানুষ এস্থানে আসিতে পারে?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'ঈশ্বরে ভক্তি, সত্যপথে বিচরণ ও পরহিতে আত্ম-বিসর্জ্জন—ইহাই ধর্ম্মের সার।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আত্ম-বিসর্জ্জন কাহাকে বলে?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'নিজে কষ্ট পাইয়া পরের দুঃখ মোচন করা, নিজের ক্ষতি করিয়া পরের উপকার করা, ইহাকেই আত্ম বিসর্জ্জন বলে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'গরিব দুঃখীকে দান?'

মহাত্মা উত্তর করিলেন,—'দান আত্ম-বিসর্জ্জনের ভিতর। নিজে কষ্ট পাইয়া যে দান, তাহাই প্রধান দান। লোককে দিতে পারি, সেই শক্তির জন্য মানুষ যেন প্রার্থনা করে। লোকের নিকট হইতে লইব, সে কামনা মানুষ যেন কখন না করে। তাহা অপেক্ষা নীচ প্রবৃত্তি আর নাই। কিন্তু ভগবান্ তাহার কামনা পূর্ণ করেন। নানা বিপদে পড়িয়া সে লোকের অবস্থার দিন দিন অবনতি হইয়া থাকে। অবশেষে চিরকাল তাহাকে পর-প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হয়। কিরূপে অন্যের নিকট হইতে কিছু লইব, সর্ব্বদা যে এরূপ চেষ্টা করে, তাহার অবস্থা কখন ভাল হয় না। অন্যের নিকট হইতে লইয়া চিরকাল তাহাকে দিনপাত করিতে হয়'।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রভাবতীর বিদায়।

প্রভাবতী বলিল,—"মহাত্মা এইরূপ আমাকে অনেক বলিলেন। এই সকল কথা, বাবা, তোমাকে বলিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। তোমরা আমার জন্য কাঁদিও না। দুঃখময় পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমি পরম সুখের স্থানে যাইতেছি। অল্প দিন পরে পুনরায় তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। তখন আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবে না। আর বাবা! তিনি বলিয়াছেন, তোমার সহিত শীঘ্রই আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। পিতা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পিতামহ দেখিতে কিরূপ, তাহা বল দেখি?"

যে প্রকার বৃদ্ধ বেশ তিনি ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, প্রভাবতী তাহা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া মুস্তফি মহাশয়ের বিশ্বাস হইল যে, প্রভাবতী প্রলাপ বকিতেছে না। যে সমুদয় কথা সে বলিল, সে সমস্তই সত্য। প্রভাবতী আপনার পিতামহের ছবিও কখন দেখে নাই।

কিছুক্ষণ পরে প্রভাবতী বলিল,—"চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। তোমরা দুইজনে আমার দুই হাত ধরিয়া থাক। বড় দাদা, তুমি আমার শিয়রের এক দিকে, আর মেজ দাদা, তুমি অন্য দিকে থাক।"

প্রভাবতীর শরীর ক্রমে অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল। রাত্রি অবসানপ্রায় হইল। সেই সময় প্রভাবতী অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"বাবা! মা! বড় দাদা! মেজ দাদা! এইবার আমি চলিলাম! আমাকে বিদায় দাও। সকলের পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও।"

সকলের পায়ের ধূলা প্রভাবতী মাথায় লইল। তাহার পর অতি মৃদুস্বরে সে বলিল,—"যিনি আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে এত বড় করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে এমন পিতা মাতা দিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীচরণে এখন আমি আপনাকে সমর্পণ করিলাম।"

অল্পক্ষণ পরে মা কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রভাবতী ঠিক কখন যে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারেন নাই। সহাস্য বদনে ঠিক যেন সে নিদ্রা যাইতেছিল।

বারটার পূর্ব্বে ডাক্তার কয়বার আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর আর তিনি আসেন নাই। সেই সময় তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে,—"আর বৃথা চেষ্টা! ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে বৃথা আর কষ্ট দিয়া কাজ নাই।"

প্রভাবতীর শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী কোথায় ছিলেন? "আমার গঙ্গা-স্নান পূজা পাঠ আছে, তাহার পর, সকাল সকাল কলিকাতায় যাইতে হইবে।" রাত্রি দশটার সময় মাশ্চটক্ মহাশয় এই কথা বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

"ডাক্তারী ঔষধে মন্দ দ্রব্য আছে। ও-সব বস্তু আমি ছুঁইতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী রোগীর নিকট একবারও আসেন নাই, রোগীর ঘরে পর্য্যন্ত একবারও প্রবেশ করেন নাই।

স্বামী অধর বাড়ী ছিলেন না।

পাড়ার লোক অনেকে প্রভাবতীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে এক বিধবা ব্রাহ্মণী প্রভাবতীকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম গোপাল, সেজন্য সকলে তাঁহাকে "গোপালের মা" বলিয়া ডাকিত। বার বার আসিয়া, প্রভাবতীর মায়ের নিকট বসিয়া, তিনি অনেক কাঁদিয়াছিলেন ও অনেক দুঃখ করিয়াছিলেন।

প্রতিবেশিগণের অনেকে মুস্তফি মহাশয়কে জানিতেন, মুস্তফি মহাশয়কে অনেকে ভক্তি করিতেন ও তাঁহার দুঃখে তাঁহারা ঘোরতর ব্যথিত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে আসিয়া তাঁহারা বলিলেন,—"মুস্তফি মহাশয়! আপনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করুন। এ সময় যাহা কিছু কর্ত্তব্য, সে সমুদয় আমরা করিব। সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।"

প্রভাবতীর মুখে মহাত্মার বিবরণ ও তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মুস্তফি মহাশয়ের ও তাঁহার গৃহিণীর মন অনেকটা শান্ত হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিলেন যে, "অনন্ত-জীবনের তুলনায় মনুষ্য-জীবন কয়টা দিন! দুই দিন পরে প্রভাবতীর সহিত পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি মানুষের প্রাণ! অশ্রুজল তাঁহারা সংবরণ করিতে পারিলেন না; চক্ষু ফুটিয়া আপনা-আপনি জল আসিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দৈবের ঘটনা।

দুই মাস কাটিয়া গেল। পূজার পূর্ব্বে একদিন মুস্তফি মহাশয় মনে করিলেন, "প্রভাবতীর পীড়ার সময় ও-পারের ডাক্তার অনেক বার আসিয়াছিলেন, রাত্রি জাগিয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রভাবতীর আয়ু ছিল না, সে বাঁচিল না, ডাক্তারের তাহাতে দোষ কি? ডাক্তারকে আমি গিয়া ধন্যবাদ করি ও আরও কিছু টাকা দিয়া আসি।"

এইরূপ ভাবিয়া, এক দিন আফিসের পর ঠিক সন্ধ্যার সময়, ও-পারে যাইবার নিমিত্ত তিনি একখানি নৌকায় গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই নৌকায় তাঁহার বৈবাহিক মাশ্চটক্ মহাশয় ও তাঁহার পুত্র অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুস্তফি মহাশয় একবার মনে করিলেন যে, এ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য নৌকায় যাই। পুনরায় ভাবিলেন যে, "আমার লজ্জা কি! আমি তো আর কোন দোষ করি নাই। তবে এই পাষণ্ড দুইটার মুখ দেখিলেও পাপ হয়,—এই যা।"

এইরূপ ভাবিয়া নৌকার এক পার্শ্বে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহি-লেন। বৈবাহিক অথবা জামাতার সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না। তাঁহাদের দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না।

নৌকার অপর লোকেরা মাশ্চটক্ মহাশয়কে শশব্যস্তভাবে অভ্যর্থনা করিল। "আসুন, মাশ্চটক্ মহাশয় আসুন! আজ আমাদের সুপ্রভাত যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

এইরূপ বলিয়া তাহারা সকলে সরিয়া বসিল এবং মাশ্চটক্ মহাশয় ও তাঁহার পুত্রকে বসিবার নিমিত্ত উত্তম স্থান দিল।

নির্দ্দিষ্ট লোক-সংখ্যা যখন পূর্ণ হইল, মাঝিরা তখন নৌকা ছাড়িয়া দিল। ভয়ানক একটানা, ভয়ঙ্কর স্রোত, কুটা ফেলিয়া দিলে যেন ছিঁড়িয়া যায়! বয়া সকল হেলিয়া পড়িয়াছে, শিকল ছিঁড়িয়া যেন পলাইবার উপক্রম করিতেছে। বয়ার পাশ দিয়া ও জাহাজ সকলের সম্মুখ দিয়া কল্ কল্ শব্দে জল প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থানে জল ঘূর্ণিত হইয়া গর্ত্ত হইয়া পড়িতেছে, কোন স্থানে জল প্রবলবেগে নিম্ন দিকে শোষিত হইতেছে, কোন স্থানে ফুটিয়া পুনরায় উপরে উঠিতেছে। দুই একজন বাবু বলিলেন,—"মাঝি সাবধান! আজ বড় টান্।"

কিছু দূর গিয়া মাঝি একটা বয়ার সম্মুখ দিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে। মাঝি ঠিক বুঝিতে পারিল না। নৌকা, বয়া পার হইতে পারিল না। দুরন্ত স্রোতের বলে নৌকা গিয়া বয়ার উপরে পড়িল। নৌকাখানি জলপূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া গেল।

মুস্তফি মহাশয় একটু বাহিরের দিকে বসিয়াছিলেন, আর তিনি উত্তম সাঁতার জানিতেন। একবার ডুবিয়া পুনরায় তিনি ভাসিয়া উঠিলেন। যে শৃঙ্খলে বয়া আবদ্ধ থাকে, সাঁতার কাটিতে কাটিতে সেই মোটা শৃঙ্খল তাঁহার হাতে ঠেকিল। তিনি উহা ধরিয়া ফেলিলেন। স্রোতের বলে শৃঙ্খল হইতে তাঁহার হস্ত স্খলিত হইবার উপক্রম হইল। অনেক কষ্টে

তিনি বয়ার উপর উঠিয়া পড়িলেন। বয়া হেলিয়া তুলিয়া তাঁহাকে নিম্নে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। বয়ার আঙটা ধরিয়া অতি কষ্টে তিনি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময় আর একটি লোক ভাসিয়া সেই বয়ার সেই শৃঙ্খল ধরিয়া ফেলিল। একবার উপর দিকে চাহিয়া লোকটি চীৎকার করিয়া বলিল,—"যাদব, যাদব! আমাকে বাঁচা ভাই! আমাকে ধর্ ভাই! আমাকে তুলিয়া নে ভাই। এ সময় সে সব কথা ভুলিয়া যা! তুই আমার চিরকালের বন্ধু।"

কোন কথা না বলিয়া, মুস্তফি মহাশয় বৈবাহিক মাশ্চটক্ মহাশয়কে অতি কষ্টে বয়ার উপর তুলিয়া লইলেন।

বয়ার উপর উঠিয়া মাশ্চটক্ মহাশয় কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"অধর কোথায় গেল? অধর বুঝি ডুবিয়া মরিল! হায়, হায়, আমার সর্ব্বনাশ হইল!"

নৌকার আর কে কোথায় গেল, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না, কিন্তু দৈবের ঘটনা! অধর সেই সময় ভাসিয়া উঠিল, আর সেই বয়ার সেই শৃঙ্খল সেও আসিয়া ধরিল।

উপর দিকে চাহিয়া, বয়ার উপর পিতাকে দেখিয়া অধর বলিল,—"বাবা! আমি শিকল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না, নীচের দিকে আমাকে টানিয়া লইতেছে। শীঘ্র আমাকে ধর, আমাকে বাঁচাও, তা না হইলে আমি যাই।"

মাশ্চটক্ মহাশয় অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"যাদব! যাদব! আমাকে রক্ষা কর্ ভাই! অধরকে ধরিয়া তুলি, আমার সে শক্তি নাই ভাই! আমার অধরকে বাঁচা ভাই!"

মুস্তফি মহাশয় কোন উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অধর পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাবা! শিকল আর ধরিয়া

রাখিতে পারি না। আমাকে বাঁচাও বাবা! তা না হইলে তোমার অধর জন্মের মত যায় বাবা!”

মাশ্চটক্ মহাশয় বয়ার উপর আপনার মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। অতি কাতর স্বরে তিনি বলিলেন,—“হায় হায়! আমার সর্ব্বনাশ হইল! যাদব! আমাকে রক্ষা কর! এ বিপদের সময় সব ভুলিয়া যা ভাই! আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তা না হইলে তোর পাঁচ শত টাকা আমি ফিরিয়া দিতাম। আরও অনেক টাকা তোকে আমি দিতাম। কিন্তু আমার আর কিছু নাই ভাই! আমার ছেলেকে তুই বাঁচা। ঐ ছেলেটি ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর কিছু নাই। উহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে উহার বিবাহ হইবে। অনেক টাকা পাইব। আমার ছেলেকে বাঁচা ভাই! সেই টাকা হইতে তোকে আমি অনেক টাকা দিব। তোর কাছে চিরকাল আমি কেনা হইয়া থাকিব।”

মুস্তফি মহাশয়ের মন যদি বা একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু অধরের বিবাহের কথা শুনিয়া পুনরায় তাঁহার হৃদয়ে সেই পুরাতন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কন্যার মুখ স্মরণ করিয়া তিনি রাগে অধীর হইয়া পড়িলেন।

মানুষের শরীর! তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারিটি কথা এইবার তিনি বলিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, “দুরাত্মন্! কন্যার শোকে তুই আমাদের জরজর করিয়াছিস্। পুত্রের শোক তোরাও পা!”

নীচে হইতে অধর পুনরায় বলিয়া উঠিল,—“বাবা! হাত আমার অবশ হইয়া গেল। মাথায় ও হাতে আমার চোট লাগিয়াছিল। আর আমি ধরিয়া থাকিতে পারি না। যদি আমাকে বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আমাকে ধর।”

মাশ্চটক্ মহাশয় বয়ার উপর মাথা ঠুকিতে লাগিলেন, আর অতি কাতর স্বরে মিনতি করিতে লাগিলেন,—“যাদব! যাদব! চিরকাল তোর

দয়ার শরীর। আমাকে রক্ষা কর!—আমাকে রক্ষা কর! আমার ছেলেটিকে বাঁচা ভাই!"

মুস্তফি মহাশয় মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন,—"নরাধমকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আমারও হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছে। উঁহাকে ধরিয়া বয়ার উপর তুলি, এখন আমার সে শক্তি নাই। উঁহাকে ধরিতে গেলে ঐ নির্বোধ হয় তো আমাকেই টানিয়া জলে ফেলিবে কি করি!"

এমন সময় নীচে হইতে অধর বলিয়া উঠিল,—"বাবা! এই চলিলাম!"

এই কথা বলিয়া সে শিকল ছাড়িয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সে ডুবিয়া গেল। অল্প দূরে ভাসিয়া গিয়া একবার তাহার মাথা জলের উপর উঠিল। জলের উপর মাথা তুলিয়া সে কেবল এই কথাটি বলিল,—"বাবা!"

বিংশ অধ্যায়।

বিদ্যুৎ-বরণী দেবকন্যা।

এই কথা বলিয়াই পুনরায় সে জলমগ্ন হইল। মুস্তফি মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন যে,—"আজ আমারও মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু একটি প্রাণী আমার সম্মুখে মরিবে, আর আমি তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব না, তাহা তো হইতে পারে না। তাহার পর, পরম শত্রুও কখন যেন পুত্রশোক না পায়, সর্ব্বদা ইহাই আমার একান্ত কামনা। উহার পিতা আর ও-নিজে যতই কেন নরাধম হউক না, উহাকে আমি বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। এখন যা থাকে কপালে।"

এইরূপ ভাবিয়া মুস্তফি মহাশয় তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিলেন। অধর আরও কিছু দূরে আর একবার মাথা তুলিল। অতি দ্রুতবেগে মুস্তফি মহাশয় সেই স্থানে গিয়া, তাহার চুল ধরিয়া ফেলিলেন। অধর দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

মুস্তফি মহাশয় বলিলেন,—"পাষণ্ড! আমার হাত ছাড়িয়া দে। আমার দুই হাত ও বক্ষঃস্থল যদি তুই এইরূপ জড়াইয়া ধ'রবি, তাহা হইলে তোকে বাঁচাইব কি করিয়া? তুইও ম'রবি, আমিও ম'রব।"

ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া অধর তাঁহাকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল দুই জনেই ডুবিয়া গেলেন। অধরকে লইয়া মুস্তফি মহাশয় পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"ওরে নরাধম্! ঐ দেখ্, আমা দিগকে জাহাজের সম্মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। একটু না হয় আল্‌গা দে, আমার একটা হাত না হয় ছাড়িয়া দে যে, জাহাজের পাশ দিয় ভাসিয়া যাইতে চেষ্টা করি। তা না হইলে, দুইজনেই এখনি জাহাজের নীচে গিয়া পড়িব।"

দুই হাত দিয়া অধর আরও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুস্তফি মহাশয় আপনার বক্ষঃস্থল হইতে তাহার হাত ছাড়াইতে অনেক চেষ্ট করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হে জগদীশ্বর! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।"

বয়ার উপর বসিয়া মাশ্চটক্ মহাশয় সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন, আর চীৎকার করিতেছিলেন,—"হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হইল!—হায় হায়! আমার সর্ব্বনাশ হইল! বাপ সকল! কে কোথায় আছিস্, আয় আমার অধরকে তোরা বাঁচা।"

বয়ার উপর বসিয়া তিনি দেখিলেন যে,—মুস্তফি অধরের চুল ধরিল। তিনি দেখিলেন যে,—অধর মুস্তফিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। তিনি দেখিলেন যে, দুই জনে একবার ডুবিয়া গেল, তাহার পর পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন যে, প্রবল স্রোতবেগে তাহারা জাহাজের মুখে গিয়া পড়িল। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে,—সেই ঘূর্ণিত জল দুইজনকেই নিম্নে চুষিয়া লইল। জড়াজড়ি হইয়া দুই জনে জাহাজের নীচে গিয়া পড়িল; আর উঠিল না।

মাশ্চটক্ মহাশয় আপনার বুক চাপড়াইয়া কেবল বলিতে লাগিলেন

একবার আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"হে ভগবন্! তোমার মনে কি এই ছিল?"

সেই সময় তিনি দেখিলেন যে—অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের একধার আলোকিত হইল। আকাশের সেই স্থান যেন একটু ফাটিয়া ফাঁক হইল। তাহার ভিতর হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুৎ-বরণী দেবকন্যা বাহির হইল। তাহার শরীর হইতে যেন কিরণবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই কিরণে সমস্ত আকাশ আলোকিত হইল। সেই বিদ্যুৎ-বরণী হু হু শব্দে পৃথিবীতে নামিতে লাগিল। সেই বিদ্যুৎ-বরণী জাহাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গা-জলের ভিতরে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে সেই বিদ্যুৎ-বরণী পুনরায় জল হইতে উঠিল। কিন্তু এবার সে একলা ছিল না। একজন উজ্জ্বল দেব-শরীর-বিশিষ্ট মহাপুরুষের হাত ধরিয়া সে জলের ভিতর হইতে উঠিল। তাঁহার হাত ধরিয়া পুনরায় সেই বিদ্যুৎ-বরণী আকাশে উঠিতে লাগিল। ঘোরতর বিস্মিত হইয়া অনিমিষ নয়নে এক দৃষ্টিতে মাশ্চটক্ মহাশয় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ আমার পুত্রবধূ প্রভাবতী! আর ঐ তাহার পিতা মাদব মুস্তফি। জ্যোতির্ম্ময় দেব-শরীর ধারণ করিয়া উহারা দুই জনে আকাশে চলিয়া গেল! কিন্তু আমার পুত্র অধর জলের ভিতর পড়িয়া রহিল! সে আর উঠিল না! অধর কোথায় গেল! ময়ন কোথায় গেল! টুক্ টুক্!"

উপরে উঠিয়া সেই দুই দেব-মূর্ত্তি আকাশে বিলীন হইয়া গেল। সেই সময় নিম্নের বায়ু ঈষৎ কম্পিত হইল। সেই কম্পিত বায়ু মাশ্চটক্ মহাশয়ের গায়ে আসিয়া লাগিল। পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পূর্ব্বেই তিনি জ্ঞানহীন হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট যাহা কিছু জ্ঞান ছিল, সেই কম্পিত বায়ু লাগিয়া তাহাও এক্ষণে বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি ক্ষিপ্ত হইলেন। সেই বায়ু লাগিয়া তাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গ পড়িয়া গেল। পক্ষাঘাত

খল্‌-খল্‌ শব্দে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। বয়ার উপর হইতে গড়াইয়া তিনি জলে পড়িলেন।

সেই সময় সেই স্থানে একখানি নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝিরা তাঁহাকে জল হইতে নৌকার উপর তুলিল। নৌকায় বসিয়া হতভম্বার মত এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"অধর কোথা গেল! ময়না কোথা গেল! টুক্‌ টুক্‌!"

নৌকার মাঝিরা দেখিল যে, তাঁহার জ্ঞান নাই, তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার কিনারায় গিয়া, মাঝিরা অন্যান্য আরোহী-দিগকে চড়াইল। যে নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহার আরও কয়েকজন লোক বাঁচিয়াছিল। কেহ অন্য বয়ার উপর বসিয়া, কেহ কিনারায় দাঁড়াইয়া, সমুদায় ঘটনা দেখিয়াছিল। তাহাদের অনেকেও আকাশের সেই বিদ্যুৎ-বরণী দেবকন্যাকে দেখিয়াছিল। তাহারা সেই সব গল্প করিতে লাগিল। মাশ্চটক্‌ মহাশয় ও-পার হইতে প্রতিদিন নৌকা করিয়া কলিকাতায় আসিতেন। সকলেই তাঁহাকে জানিত। তাঁহার দুঃখে সকলেই দুঃখিত হইল।

কলিকাতা হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। যথাসময়ে ও-পারের ঘাটে গিয়া পৌঁছিল। প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধব কয়েক জনে মিলিয়া কোন মতে মাশ্চটক্‌-মহাশয়কে বাড়ী লইয়া গেল। একটি ঘরে তাঁহাকে একখানি তক্তপোষের উপর শয়ন করাইল। মাশ্চটক্‌ মহাশয় উঠিয়া বসিতে পারেন না; অর্দ্ধাঙ্গ নাড়িতে চাড়িতে পারেন না। তাঁহার জ্ঞান নাই; তিনি লোক চিনিতে পারেন না। অন্য কোন কথা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার মুখে কেবল এই কয়টি কথা,—"অধর কোথা গেল! ময়না কোথা গেল! টুক্‌ টুক্‌!"

এই কয়টি কথা কখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, কখন বা বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া আপনি বকিতেন, কখন বা উহা বলিয়া কাঁদিতেন।

সকলে যখন তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসিল, তখন তাঁহার গৃহিণী অতি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অধর কৈ ?"

যাহা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া তিনি বুক চাপড়াইতে লাগিলেন। মাথায় একখানি থান ইট মারিলেন। প্রবল ধারায় সেই আঘাত হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিলে আর কি হইবে! এ রোগের ঔষধ নাই। সহ্য করিতেই হইবে। দারুণ শোকে তাঁহার চিত্তও কতক পরিমাণে বিকৃত হইয়া গেল।

বিকৃত চিত্তের আপাততঃ অন্য কোন লক্ষণ ছিল না। কেবল তিনি লোকের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। আপনার মনে সর্ব্বদাই কি চুপি চুপি বকিতেন। তা না হইলে সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম তিনি একলা করিতেন। শুচিবাইয়ের জালায় তাঁহার বাড়ীতে দাস-দাসী থাকিত না। সেজন্য সকল কাজ তাঁহাকে একলা করিতে হইত। স্বামী শয্যা-ধরা, উত্থানশক্তি-রহিত, জ্ঞানহীন শিশুর ন্যায়; তক্তপোষের এক পার্শ্বে কোন মতে সরিয়া তিনি মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন। গৃহিণীকে সে সমুদয় পরিষ্কার করিতে হইত।

নৌকা-ডুবির দুই দিন পরে পরস্পরে জড়িত দুইটি মৃতদেহ গঙ্গার নিম্ন দিকে কিছু দূরে কিনারায় গিয়া পড়িল। মুস্তফি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশ সেই সংবাদ পাইয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃতদেহ দুইটি তাঁহারা শ্মশানে লইয়া আসিলেন। সকলে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অধরের হাত মুস্তফি মহাশয়ের শরীর হইতে কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া দুইটি মৃতদেহ এক সঙ্গে এক চিতায় দাহ করিবার নিমিত্ত সকলে মানস করিলেন। কিন্তু সুরেশ বলিল,—"তা হইবে না; ও নরাধমের সহিত বাবার সৎকার আমি করিতে দিব না। নরাধমের হাত কাটিয়া ছাড়াইতে হয়, তাহাও আমি করিব।"

প্রহারের সময় যে হাত দিয়া সে প্রভাবতীকে ধরিয়া থাকিত, যে হাত দিয়া প্রভাবতীকে চড় চাপড় বেত জুতা মারিত, সকলে সেই হাত আজ মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিলেন; তবে সকলে মুস্তফি মহাশয়ের শরীর হইতে তাহাকে ছাড়াইতে পারিলেন। দুই জনের দেহ দুই চিতায় পৃথক্ ভাবে দাহ করিয়া সকলে বাড়ী গেলেন।

শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া সুরেশ পিতার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাহেব আর কোন কথা না বলিয়া, মুস্তফি মহাশয়ের কর্ম্মটি তাঁহার পুত্রকে প্রদান করিলেন।

স্বামি-শোকে সুরেশের মাতা অতি কাতর মনে অনেক দিন অতি-বাহিত করিলেন। সময়ে মানুষ শান্তি লাভ করে। কিছু দিন পরে তিনি পুত্র দুইটির বিবাহ দিলেন; অনেকগুলি পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী লইয়া সুরেশের মাতা সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মাশ্চটক্-গৃহিণীর মন দিন দিন অধিক বিকৃত হইতে লাগিল। তাঁহার শুচিবাই আরও বৃদ্ধি হইল। কিন্তু সে শুদ্ধাচার এখন আর বৃথা! যে শগড়িকে তিনি এত ভয় করিতেন, সেই শগড়িতে মাশ্চটক্ মহাশয় এখন মাখা-মাখি হইয়া থাকিতেন। তক্তপোষে ভাত, বিছানায় ভাত, মেজেতে ভাত, মাথায় ভাত, সর্ব্বত্রে ভাত। গৃহিণী যত পারিতেন, গোবর-জল দিয়া ধুইতেন ও গোবর-জল আপনার মাথায় ঢালিতেন। কিন্তু প্রতিদিন যখন এই কাণ্ড, তখন কত আর তিনি পরিষ্কার রাখিবেন!

একবিংশ অধ্যায়।

বামা কাওরাণী।

অল্প দিন পরে পাড়ার লোক আর একটি বিষয় অবগত হইয়া ঘোরতর বিস্মিত হইল। সকলে জানিতে পারিল যে, মাশ্চটক্ মহাশয়ের বাড়ী নিলাম হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ভূমিসম্পত্তি তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাও সেই সঙ্গে গিয়াছে। মাশ্চটক্ মহাশয়কে সকলে ধনবান্ বলিয়া জানিত। এরূপ দুর্ঘটনা তবে কিরূপে হইল? ইহার কারণ ক্রমে ক্রমে সকলে অবগত হইল। শীঘ্র আরও বড় মানুষ হইবার মানসে মাশ্চটক্ মহাশয় ও তাঁহার পুত্র কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। এমন কি, প্রথম দুই মাসে তাঁহারা চল্লিশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এমনি সু-পড়্তা পড়িয়াছিল যে, ধূলা-মুঠা ধরিলে সোণা-মুঠা হইতেছিল। সেই সময় বোটের কাজ তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ও বোট বেচিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবতীর ব্যবসায়টি পরিত্যাগ করেন নাই; কারণ, তাহাতে লাভ অধিক ছিল। প্রভাবতীর মৃত্যুর পর ইহাদের লক্ষ্মী যেন ছাড়িয়া-

গেলেন! তখন হইতে কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায়ে লোকসান হইতে লাগিল। সু-পড়্‌তার সময় একাজে যেমন লাভ, কু-পড়্‌তার সময় তেমনি ক্ষতি; এক এক বারে দশ হাজার—বার হাজার টাকা লোকসান হইতে লাগিল। এখন সোণা-মুঠা ধরিলে ধূলা-মুঠা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহা কিছু লাভ করিয়াছিলেন, প্রথম সে সমুদয় গেল। তাহার পর ঘরে নগদ টাকা ও নিজের কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সে সমুদয় নষ্ট হইল। তাহার পর তিনি ঋণ করিয়া কিছু দিন ব্যবসা চালাইলেন; অবশেষে বাড়ী ঘর ভূমি সমুদয় সম্পত্তি বাঁধা দিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগতই লোকসান হইতে লাগিল; ক্রমাগতই ঋণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে মাশ্চটক্ মহাশয়ের সর্ব্বস্বান্ত হইল। সেই ঋণের দায়ে এক্ষণে তাঁহার বাড়ী ঘর ও সমুদয় ভূমিসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল। তাঁহার যে এত ঋণ হইয়াছিল, বাড়ী বাঁধা পড়িয়াছিল, পাড়ার লোক তাহার কিছুই জানিত না।

মাশ্চটক্ মহাশয়ের জ্ঞান-গোচর ছিল না। "ময়না কোথা গেল! টুক্ টুক্!" এই কয়টি কথা ব্যতীত অন্য কথা তাঁহার এখন মুখ দিয়া বাহির হইত না। কোনরূপ কষ্ট হইলে কেবল ঐ কয়টি কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর হাতে যাহা কিছু টাকা ছিল, পিতা পুত্রে তাহা পূর্ব্বেই লইয়াছিল। সামান্য যাহা ছিল, তাহা দিয়া কিছু দিন তিনি সংসার চালাইলেন। কিন্তু সে টাকা অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। তখন একজন প্রতিবেশীকে একখানি গহনা তিনি বিক্রয় করিতে দিলেন। কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ হইল যে, মাশ্চটক্ মহাশয় আপনার স্ত্রীর সহিতও প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন। কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায়ের শেষ অবস্থায় যখন তাঁহার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন পিতা পুত্রে পরামর্শ করিয়া—"নূতন রং করিতে হইবে,"—এই কথা বলিয়া তাঁহার সমুদয় গহনাগুলি লইয়াছিলেন। গহনাগুলি

বিক্রয় করিয়া টাকা আপনাদের ব্যবসায়ে ফেলিয়াছিলেন। সেই সমুদয় সোণার গহনার পরিবর্ত্তে কেমিক্যাল্ সোণার অর্থাৎ গিল্‌টি করা পিত্তলের গহনা তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিলেন। পিতা পুত্র,—এক জন স্ত্রীর সহিত ও অন্য জন মাতার সহিত,—যে চাতুরী করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ধরা পড়িল। গহনা বেচিয়া যে কিছুকাল সংসার চালাইবেন, মাশ্চটক্-গৃহিণীর সে ভরসাও তিরোহিত হইল। কি করিবেন! বাসন কোসন বিক্রয় করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সে সমুদয় শেষ হইয়া গেল। ঘরে পিত্তল কাঁসার দ্রব্য আর রহিল না। তাহার পর খাট পালঙ্ক প্রভৃতি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন। অল্প দিনে তাহাও শেষ হইয়া গেল। মাশ্চটক্ মহাশয় যে তক্তপোষ খানির উপর শুইয়া—বসিয়া থাকিতেন, তাহা ব্যতীত ঘরে আর কোন কাঠের জিনিষ রহিল না। অবশেষে শাল দোশালা ও বিক্রয়-উপযোগী যাহা কিছু কাপড় চোপড় ঘরে ছিল, তাহাও বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বে সাধ করিয়া উলঙ্গ থাকিতেন, এক্ষণে বাধ্য হইয়া কতক পরিমাণে তাঁহাকে উলঙ্গ থাকিতে হইল।

শোকে দুঃখে মাশ্চটক্-গৃহিণীর চিত্ত দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর বিকৃত হইতে লাগিল। শুচিবাই ব্যতীত এক্ষণে আর একটি নূতন বাই তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া হাতে পয়সা হইলেই তাহার অধিকাংশ তিনি কাঠ, কয়লা ও গুল কিনিয়া খরচ করিয়া ফেলিতেন। তাহা দিয়া সন্ধ্যার পর ঘরের ভিতর তিনি আগুন করিতেন। শুচিবাই ব্যতীত এক্ষণে তাঁহার আগুন করা বাই হইল।

এই সময় তাঁহাদের আর একটি বিপদ উপস্থিত হইল। যে লোক নিলামে ইঁহাদের বাড়ী কিনিয়াছিলেন, তিনি ইঁহাদিগকে উঠাইয়া বাড়ী অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মাশ্চটক্-গৃহিণী তাঁহার কথা বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। "মাগী পাগল না কি! উঠিয়া

যাইতে বলিলে, বিড় বিড় করিয়া কি বকে! আর এক দিন আসিয়া ইহাদিগকে গলা-ধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিব।” এই কথা বলিয়া আপাততঃ তিনি চলিয়া গেলেন।

বেচিয়া পয়সা হয়, এরূপ কোন বস্তু অবশেষে ঘরে আর রহিল না। মাশ্চটক্ মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীর উপবাস হইতে লাগিল। মাশ্চটক্-গৃহিণী সদর দ্বার প্রায় সর্ব্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সেজন্য ইঁহাদের বাড়ীর ভিতর কি হইতেছে, পাড়ার লোক বড় তাহা জানিতে পারিত না। ক্ষুধার জ্বালায় মাশ্চটক্ মহাশয় রাত্রিকালে,—“ময়না কোথা গেল! ময়না কোথা গেল!” এই কথা বলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন। আর কোন কথা তিনি বলিতে পারিতেন না। ইঁহার চীৎকার এত বৃদ্ধি হইল কেন, পাড়ার লোক তাহা বুঝিতে পারিল না।

মাশ্চটক্ মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চাৎ অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে একটি পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীতে যাইবার নিমিত্ত ইঁহাদের খিড়কি দ্বার ছিল। সেই খিড়কি দ্বারের নিকট ছোট একটি তেঁতুল গাছ ছিল। পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে মাশ্চটক্ মহাশয়দিগের ঘাট ছিল। তাহা ব্যতীত উত্তর দিকে একটি ও পূর্ব্ব দিকে দুইটি ঘাট ছিল। উত্তর দিকের ঘাট গোপাল, গোপালের-মা প্রভৃতি পাড়ার ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণ ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্ব দিকের একটি ঘাট কাওরা ও মুচিদের ছিল। পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে ছোট ছোট বন-গাছ দ্বারা আবৃত পতিত ভূমিখণ্ড ছিল। তাহাতে কাওরা, মুচি প্রভৃতি নীচ জাতিরা মল ত্যাগ করিত।

এক দিন দুই প্রহরের সময় গোপালের-মা ঘাটে আসিয়া দেখিলেন যে, মাশ্চটক্-গৃহিণী তেঁতুল তলায় দাঁড়াইয়া গাছ হইতে কি পাড়িতেছেন। গোপালের-মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ওখানে কি করিতেছ দিদি?” কোন উত্তর না দিয়া মাশ্চটক্-গৃহিণী ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর গমন করিলেন।

পর দিন অপরাহ্ণ দুইটার সময় বামা কাওরাণী শশব্যস্ত হইয়া গোপালের-মায়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। রাগ ও দুঃখের সহিত গোপালের-মাকে সে বলিতে লাগিল,—"আজ তিন দিন ধরিয়া আমি এই কাজ দেখিতেছি। কাহাকেও কোন কথা বলি নাই। কিন্তু আর আমি থাকিতে পারি না। আমরা নীচ জাতি। আমার ছেলেপিলে মুখে রক্ত উঠিয়া মরিবে, আমার হাতে কুড়ি-কুষ্ঠ হইবে। উনি যেন পাগল হইয়াছেন; কিন্তু আমাদের অধর্ম্ম কোথায় যাইবে? আমাদিগকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোপালের-মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? কে পাগল হইয়াছে?"

বামা কাওরাণী উত্তর করিল,—"চল, দেখিবে চল। আজ আবার ঘাটে আসিয়াছেন। তিন দিন যা করিতেছেন, আজও তাই করিবেন! চল, দেখিবে চল।"

গোপালের-মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাইব? কি দেখিব?"

বামা কাওরাণী উত্তর করিল,—"একবার ঘাটে চল। দোহাই তোমার, একবার ঘাটে গিয়া দেখিবে চল। বড় শুচিবাই! বড় পিট্‌পিটে! তাই দেখিবে চল। ডিঙ্গাইয়া পথ চলিতেন। আমরা নীচ জাতি। পাছে আমাদের বাতাস গায়ে লাগে, তাই আমাদিগকে দেখিলে দশ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইতেন। এখন কি করিতেছেন, তাহা এক বার দেখিবে চল!"

গোপালের-মা দেখিলেন যে, কাওরাণীর মন এত উত্তেজিত হইয়াছে যে, তাহাকে আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আস্তে আস্তে তিনি ঘাটের দিকে চলিলেন। কাওরাণী তাঁহাকে আপনাদের ঘাটের দিকে লইয়া গেল ও একটি গাছের অন্তরালে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি ঘাটের দিকে চাহিয়া দেখিতে বলিল।

গাছের অন্তরালে দাঁড়াইয়া গোপালের-মা দেখিলেন যে, পুষ্করিণীর কোন ঘাটে তখন জন-প্রাণী ছিল না, কেবল কাওরাদের ঘাটে ঠিক জলের নিকট মাশ্চটক্-গৃহিণী বসিয়া কি করিতেছিলেন। সভয়ে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া মাশ্চটক্-গৃহিণী ঘাটের পার্শ্বদেশ হইতে কি কুড়াইয়া লইলেন। তখন বামা কাওরাণী চুপি চুপি বলিল,—"ঐ দেখ! আজ তিন দিন আমি এই কারখানা দেখিতেছি।"

গোপালের-মা দেখিলেন যে, কোন লোক বাসন মাজিতে ঘাটে আসিয়া চর্ব্বিত-ডাঁটা এক পাশে ফেলিয়া দিয়াছিল। মাশ্চটক্-গৃহিণী অতি যত্নে সেই উচ্ছিষ্ট চর্ব্বিত ডাঁটাগুলি কুড়াইয়া বাম হাতে রাখিলেন। তাহাতে যে দুই একটি ভাতের কণা লাগিয়াছিল, দক্ষিণ হাত দিয়া অতি সাবধানে তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিলেন। তাহার পর সেই চর্ব্বিত ডাঁটাগুলি একে একে পুনরায় তিনি চিবাইতে ও চুষিতে লাগিলেন।

বামা কাওরাণী চুপি চুপি বলিল,—"আমি কাওরা, নীচ জাতি। ঐ ডাঁটা আমি খাইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণের মেয়ে হইয়া আমার এঁটো উনি খাইলেন! উনি পাগল হইয়াছেন। কিন্তু আমার দশা কি হইবে? আমার ছেলেপিলে মুখে রক্ত উঠিয়া মরিবে।"

গোপালের-মা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হায় হায়! কাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইনি সেই অধরের মা—অহঙ্কারে পৃথিবীতে যাঁহার পা পড়িত না! ঘোর দর্পে সকলকে যিনি ঘৃণা করিতেন! অশুদ্ধ ও অপরিষ্কার বলিয়া সকলকে যিনি ঘৃণা করিতেন! শগ্ড়ির নামে যিনি অজ্ঞান হইতেন, হায়!—হায়! সেই লোক আজ বামী কাওরাণীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছেন! পাগল হইয়া ইনি এ কাজ করেন নাই; বোধ হয়, কিছু দিন ইঁহাদের আহার হয় নাই। পেটের জ্বালায় ইনি এই কাজ করিতেছেন। ক্ষুধার জ্বালায় লোকে কি না

"গোপালের মা দেখিলেন যে, মাশটক্-গৃহিণী অতি যত্নে সেই উচ্ছিষ্ট চর্ব্বিত ডাঁটাগুলি কুড়াইয়া, তাহাতে যে দুই একটি ভাতের কণা লাগিয়াছিল, তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে

করে ? শুনিয়াছি যে, দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ, মানুষের মাংস ভক্ষণ করে, ছেলের নিকট হইতে ভাত কাড়িয়া খায়। আরও শুনিয়াছি যে, কেহ শ্লেষ্মা পরিত্যাগ করিলে, ক্ষুধার্ত্ত লোকগণ দৌড়াদৌড়ি ঠেলাঠেলি হুড়-হুড়ি করিয়া সেই শ্লেষ্মা চাটিয়া খায়! পেটের জ্বালায় মানুষের যে জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ হয়, মানুষ যে অতি ঘৃণিত কাজ করিতে পারে, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

বামা কাওরাণীকে সঙ্গে লইয়া চুপি চুপি তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বাটী উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, "বামা! আমার একটি কথা তোকে রাখিতে হইবে। আমার মাথার দিব্য। এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। অধরের মা পুনরায় যাহাতে এরূপ কাজ না করেন, তাহার উপায় আমি করিব। কিন্তু তুই আমার কাছে তিন সত্য কর্ যে,—'মাশ্চটক্‌গিন্নীর এ কথা আমি আর কাহাকেও বলিব না'।"

বামা সেইরূপ অঙ্গীকার করিয়া প্রস্থান করিল। গোপালের মা তৎক্ষণাৎ পুনরায় রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুইটি উনান জ্বালাইয়া একটিতে ভাত ও অপরটিতে ডাল চড়াইয়া দিলেন। আলু-ভাতের নিমিত্ত চাউলের সহিত আলু ছাড়িয়া দিলেন।

রাঁধিতে রাঁধিতে তিনি ভাবিলেন যে,—"অধরের মা যাহাতে সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন করেন, সেইরূপ উপায় করা উচিত। তাহা না করিলে অন্য কেহ তাঁহার এই ঘৃণিত কাজ দেখিয়া ফেলিবে।"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি পুনরায় পুষ্করিণীর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তখন ঘাটে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পুষ্করিণীর ধারে ধারে গমন করিয়া মাশ্চটক্ মহাশয়ের খিড়কি দ্বারে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। দ্বার ঠেলিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বরাবর তাঁহাদের শয়ন-ঘরের নিকট গিয়া দেখিলেন যে, মাশ্চটক্ মহাশয় তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী নিয়ে

মেজেতে বসিয়া আছেন। দুইজনের সম্মুখে এক এক রাশি তেঁতুল পাতা রহিয়াছে, দুই জনে তাহা খাইতেছেন।

গোপালের মাতাকে দেখিবামাত্র মাশ্চটক্ মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ময়না কোথা গেল! ময়না কোথা গেল!"

অধরের মাতা কোন কথা বলিলেন না, ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, চক্ষু দিয়া তাঁহার জল পড়িতে লাগিল। মাশ্চটক্-গৃহিণী সহজেই চিরকাল ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। তাঁহার শরীর কৃশ ও চওড়া ছিল, তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বর্ণ কালো হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। কৃশ ও ময়লা হইয়া তাঁহার শরীরটি এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণের একখানি তক্তার ন্যায় দেখাইতেছিল। মাশ্চটক্ মহাশয়ও কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলেন। গোপালের মা বুঝিতে পারিলেন যে, অনাহারে ইঁহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

অধরের মা মৃদুস্বরে বলিলেন,—"বৌ-মা আমাকে লুকাইয়া চুপি চুপি তেঁতুল-পাতা খাইত। তাহার নিকট আমি শিখিয়াছি। টক্ টক্ বেশ লাগে!"

গোপালের মা বলিলেন,—"তোমার বোধ হয়, অসুখ হইয়াছে, সেজন্য তুমি বোধ হয়, রাঁধিতে পার নাই। ডাল ও ভাত আমি চড়াইয়া দিয়াছি। এখনই তোমাদের জন্য আনিব। আমি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাঁধিতেছি। কোন অবিচার হইবে না। তোমাকে দিদি, খাইতে হইবে। আমার মাথা খাও। 'না' বলিতে পারিবে না।"

মাশ্চটক্-গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না। গোপালের মা বাটী ফিরিয়া আসিলেন। ভাত, ডাল, তরকারি রন্ধন করিয়া বড় একখানি থালা ও বড় একটি বাটীতে পূর্ণ করিয়া, তাঁহাদের বাটীতে লইয়া গেলেন। ভাত দেখিয়া মাশ্চটক্ মহাশয় দুরন্ত উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। খাদ্য দেখিলে কুকুর যেমন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অপর অর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা যতদূর সম্ভব, তিনি লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিলেন ও "ময়না—ময়না" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে,—"ভাত শীঘ্র আমাকে দাও, আমার আর বিলম্ব সহ্য হয় না।"

গোপালের মা বুঝিলেন যে,—"আমার এ স্থানে থাকা উচিত নহে!"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—"দিদি! তবে তোমরা আহার কর, আমি এখন যাই, কিছুক্ষণ পরে বাসন লইয়া যাইব।"

কিছুক্ষণ পরে গোপালের মা পুনরায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, দুই জনে ভাত, ডাল ও তরকারি সব চাচিয়া পুঁছিয়া খাইয়াছেন, কিছুমাত্র পড়িয়া নাই। মাশ্চটক্ মহাশয় নীচে নামিতে পারেন না! তক্তপোষের উপর বসিয়াই তিনি আহার করিয়াছেন। বিছানা পগড়িতে মাখামাখি হইয়াছে। যাহা হউক, গোপালের মা সে সমুদয় ব্যাপার দেখিয়াও দেখিলেন না। আপনার বাসন লইয়া তিনি চলিয়া আসিলেন।

গোপালের মা এইরূপে দশ দিন ভাত যোগাইলেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। গোপাল ছাপাখানায় কাজ করিত, তাহার বেতন আট টাকা মাত্র ছিল। সেই আট টাকায় গোপালের মাতা অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। অন্য দুইটি লোককে তিনি যে প্রতিপালন করেন, তাঁহার সে ক্ষমতা ছিল না। যখন দুঃসময় পড়ে, যখন অন্নের সংস্থান না থাকে, তখন মনুষ্যের ক্ষুধা অতিশয় বৃদ্ধি হয়, উদর আর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। মাশ্চটক্ মাশ্চটক্নীর তাহাই হইয়াছিল। অনেক দিন উপবাসের পর উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া, মাশ্চটক্ মহাশয়ের অল্প উদরাময় পীড়া হইল। তাহাতে ক্ষুধা আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি একলা তিন জন বলিষ্ঠ যুবকের খাদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। গোপালের মা এক বেলা তাঁহাদিগের আহার যোগাইতেন, দুই বেলা দিতে পারিতেন না। কিন্তু সন্ধ্যা বেলা মাশ্চটক্ মহাশয়ের বড়ই ক্ষুধা পাইত; কারণ,

পূর্ব্বের ন্যায় "ময়না কোথা গেল!" এই কথা বলিয়া তিনি রাত্রিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন।

গোপালের মাতার বড়ই দুর্ভাবনা হইল। তিনি মনে করিলেন,—"আমি কোথায় যাই!—কি করি! কাহাকে এ কথা জানাই!"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, তিনি কলিকাতায় মুস্তফি মহাশয়ের স্ত্রী—সুরেশের মাতার নিকট সংবাদ দিলেন। মাশ্চটক্‌দিগের যাহা হইয়াছে, আদ্যোপান্ত সমস্তই তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি যাহা করিয়াছেন ও তাঁহার অবস্থা কিরূপ, সে সকল কথাও তাঁহাকে জানাইলেন।

মাশ্চটক্ মহাশয়ের যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে ও তাঁহার বাটী যে নিলাম হইয়া গিয়াছে, এ কথা সুরেশ ও তাহার মাতা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু এতদূর অন্নকষ্ট যে হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সুরেশের মাতা সমস্ত দিন এই কথা ভাবিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে সুরেশ আফিস হইতে বাটী আসিল। সন্ধ্যার পর আহারাদি হইলে সুরেশের মাতা বলিলেন,—"সুরেশ!—বাবা! আমার একটি কথা তোমায় রাখিতে হইবে।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মা?"

মাতা উত্তর করিলেন,—"মাশ্চটক্‌দিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছে।"

সুরেশ বলিল,—"হাঁ, তাহাদের বাটী নিলাম হইয়া গিয়াছে।"

মাতা বলিলেন,—"কেবল তাহাই নহে। অনাহারে তাহারা মৃতপ্রায় হইয়াছে।"

সুরেশ বলিল,—"পাপের ফল! ভগবানের দণ্ড! উত্তম হইয়াছে।"

মাতা বলিলেন,—"না বাবা! অমন কথা বলিও না। কাহার কখন্ কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। তুমি আমি পাপ পুণ্যের বিচার করিতে পারি না। যাহাতে অন্ন বিনা তাহারা না মরে, সে উপায় তোমায় বাবা করিতে হইবে।"

সুরেশ বলিল,—"আমি!—সে কি মা! এ কথা তুমি মুখে আনিলে কি করিয়া? প্রভাবতীর কথা কি তোমার মনে নাই?"

মাতা বলিলেন,—"খুব মনে আছে বাবা! রাত্রি দিন আমার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। কিন্তু আমার কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। আমি স্ত্রীলোক; ভাল মন্দ বুঝিতে পারি না। আজ আমি কেবল ভাবিতেছি যে, যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ অবস্থায় তিনি কি করিতেন?"

সুরেশ বলিল,—"কে? বাবা?"

মাতা বলিলেন,—"হাঁ বাছা! একবার ভাবিয়া দেখ, এ অবস্থায় তিনি কি করিতেন? তিনি যাহা করিতেন, তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে।"

সুরেশ বলিল, "আমি নিশ্চয় জানি, বাবা ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে দিতেন না, নিশ্চয় ইহাদের অন্নকষ্ট দূর করিতেন। কিন্তু মা! আমি যে আর একটি সংসার প্রতিপালন করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। এত টাকা আমি কোথায় পাইব?"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল! পুনর্বার আমাকে বল, এ অবস্থায় তিনি কি করিতেন?"

সুরেশ কিছু অপ্রতিভ হইল। পিতা ও প্রভাবতীকে স্মরণ করিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। প্রভার নাম করিয়া মাতাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া অবশেষে সুরেশ ধীরে ধীরে বলিল,—"এ অবস্থায় বাবা কি করিতেন?—বাবা নিজে না খাইয়া, নিজে উপবাস করিয়া উহাদের আহার যোগাইতেন।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে মাতা বলিলেন,—"সুরেশ!—বাবা! তুমিও তাহাই কর। মনে আছে, প্রভাবতীকে মহাত্মা কি বলিয়াছিলেন? তিনি

বলিয়াছিলেন যে, নিজের ক্ষতি করিয়া, নিজে কষ্ট পাইয়া যে পরের উপকার করে, ভগবান্ তাহার কাজে অধিক সন্তুষ্ট হন।"

সুরেশ আর কোন উত্তর করিল না। আপনার ঘরে গিয়া বিছানার উপর বসিয়া, অনেকক্ষণ সে ভাবিতে লাগিল। পিতা, প্রভাবতী, মাশ্চটক্, মাশ্চটক্নী, সকলের কথা তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সুরেশ একান্ত মনে চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সহসা তাহার ঘরের বায়ু স্নিগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘরের বায়ু এরূপ ভাব ধারণ করিল যে, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। ঘর এক অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইল। সে সুগন্ধ পার্থিব নহে, স্বর্গীয়; সেরূপ সুগন্ধ সুরেশ কখন আঘ্রাণ করে নাই। "ঘরে অদৃশ্যভাবে যেন কোন দেবতা অথবা মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে, সুরেশের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইল। সহসা সুরেশের দক্ষিণ হস্তে ঝিঁঝি ধরিল। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ হস্ত অসাড় অবশ হইয়া গেল। "উঠ, উঠ! কাগজ কলম গ্রহণ কর"—এইরূপ আদেশ দ্বারা সুরেশের মন উত্তেজিত হইতে লাগিল। কাহার সাধ্য যে, সে আদেশ প্রতিপালন না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে? সংজ্ঞা আছে—অথচ সংজ্ঞা নাই, এইরূপ অবস্থায় সে আদেশ তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইল। ঘরের এক পার্শ্বে ছোট একটি মেজ ছিল ও তাহার সম্মুখে একখানি চেয়ার ছিল। মেজের উপর কাগজ, দোয়াত, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি লিখিবার উপকরণ ছিল। সুরেশ গিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বাম হাতে একখানি কাগজ লইল। তাহার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইয়াছিল; কিন্তু ঐ দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই কে যেন খপ্ করিয়া মেজের উপর হইতে একটি পেন্সিল তুলিয়া লইল। তাহার দক্ষিণ হাত অবলম্বন করিয়া কে যেন কাগজের উপর লিখিতে লাগিল। সুরেশ একপ্রকার সংজ্ঞাহীন। তাহার হাত ধরিয়া কেহ লিখিতেছে, তাহা সে জানিল। কিন্তু কে লিখিতেছে, কি লিখিতেছে, তাহার কিছুই সে জানিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে লেখা থামিয়া গেল। তাহার মন স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল; তাহার হাত পুনরায় নিজের বশ হইল। ঘরের বায়ু পূর্ব্বের ভাব ধারণ করিল। ঘোরতর বিস্মিত হইয়া সুরেশ কাগজের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল যে, তাহাতে এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছে;—

"তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিবে। অন্যে তাহাদের কর্ত্তব্য করে কি না, তাহার বিচার তুমি করিবে না। ঈশ্বর তোমার মনে দয়া দিয়াছেন, সেই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তুমি পরের দুঃখ মোচন করিবে। যাহার দুঃখ মোচন করিবে, সে পাপী কি সাধু, তাহার বিচার তুমি করিবে না। তবে পাপাচারে কাহাকেও প্রশ্রয় দিবে না। লোকের দুঃখ দূর করিবে; কিন্তু নিজের মঙ্গলের নিমিত্ত পশ্চাৎ লিখিত লোকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে না:—(১) ঈশ্বর ও পরকালে যাহাদের বিশ্বাস নাই। (২) যাহারা অসত্য কথা বলে ও অসত্য পথে বিচরণ করে। (৩) যাহাদের মনে দয়া নাই। (৪) যাহারা পরের মন্দ করে। একজন লোকের মন্দ করিলে ঘোর পাপ হয়, কিন্তু যাহারা কোটি কোটি লোকের অনিষ্ট করে, তাহাদের পাপের সীমা নাই। (৫) জ্ঞান-লাভে মনুষ্যের পশুত্ব মোচন হয়, মানুষ দেবত্ব লাভ করে। দেশ বিদেশে গমন করিলে মানুষের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, মানুষ নানারূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। দেশ-বিদেশে গমন না করিলে মানুষ অন্ধকূপের ভেক হইয়া থাকে। যে সমুদয় লোক দেশ-বিদেশ গমন সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকতা করে, তাহারা কোটি কোটি লোকের অপকার করে। তাহাদের সহিত কোন সংস্রব রাখিবে না।"

এই কথাগুলি সুরেশ বার বার পাঠ করিল ও উপদেশগুলি মনে গাঁথিয়া রাখিল।

পর দিন প্রত্যূষে মাতাকে প্রণাম করিয়া, সে ও-পারে যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিল। প্রথমে সে গোপালের বাটীতে গমন করিল। গোপালের

মাত্রা ও গোপালের সহিত পরামর্শ করিয়া মাশ্চটক্‌দিগের কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত নানারূপ উপায় করিল। প্রতি মাসে চাউল, ডাল প্রভৃতি দ্রব্য যোগাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ মুদির সহিত সে ঠিক করিল। মাছ ও তরকারি ক্রয় করিবার নিমিত্ত প্রতি মাসে নগদ পাঁচ টাকা মাশ্চটক্‌-গৃহিণীর হস্তে প্রদান করিবার নিমিত্ত সুরেশ তাহাকে আজ্ঞা করিল। হিসাব করিয়া এক মাসের অগ্রিম টাকা সে মুদির হস্তে অর্পণ করিল।

এইরূপ সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া মাশ্চটক্‌ মহাশয়কে একবার দেখিবার নিমিত্ত সুরেশের ইচ্ছা হইল। গোপালের সহিত তাঁহার বাড়ীর ভিতর সে প্রবেশ করিল। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র তাহার দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় এক আশ্চর্য্য সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইল। নানারূপ অদ্ভুত দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইতে লাগিল ; নানা শব্দ তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল ; নানা গন্ধ সে আঘ্রাণ করিতে লাগিল। যে ঘরে মাশ্চটক্‌ মহাশয় বাস করিতেন, সে ঘরের সম্মুখে বারেণ্ডায় সুরেশ ও গোপাল গিয়া দাঁড়াইল। জানালা দিয়া সুরেশ দেখিল যে, মাশ্চটক্‌ মহাশয় তক্তপোষের উপর ও তাঁহার গৃহিণী মেজেতে একটি ছিন্ন মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। তাহা ব্যতীত অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য সুরেশের নয়নগোচর হইল। অতি কদর্য্য ধূম দ্বারা গঠিত অসংখ্য ভীষণ মূর্ত্তি দ্বারা ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া আছে। মাশ্চটক্‌ মহাশয়ের শরীর লইয়া তাহারা নানারূপ ক্রীড়া করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহাদের মুখ হইতে বিকট শব্দ নির্গত হইতেছে। মাশ্চটক্‌ মহাশয়ের শরীর পচিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতি লোমকূপ হইতে কদাকার দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের পূঁজ নির্গত হইতেছে। পিশাচগণ সেই পূঁজ চুষিয়া খাইতেছে। তাঁহার রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা গলিত হইয়া পিশাচদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য হইয়াছে। পিশাচগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া মনের আনন্দে খিল্‌খিল্‌ শব্দে হাসিতেছে। ভয়ে, সুরেশ ভাল করিয়া আর কিছু দেখিতে পারিল না ; ভয়ে সে চক্ষু মুদ্রিত

করিল। দারুণ দুর্গন্ধে তাহার ঘোরতর কষ্ট হইতে লাগিল। এক প্রকার অদ্ভুত স্বর্গীয় বলে রক্ষিত না হইলে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইত। যাহা হউক, সে আর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। গোপালের হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। বাহিরে আসিয়া সুরেশ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত ও সুস্থ হইল। আশ্চর্য্য কথা এই যে, গোপাল এ সমুদয় ব্যাপার কিছুই দেখিতে পাইল না, কোন শব্দ সে শুনিল না, গোবর ও অন্যান্য বিষয়ের দুর্গন্ধ ব্যতীত বিশেষ কোন গন্ধ সে আঘ্রাণ করিল না।

সুরেশ গোপালকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাশ্চটক্ মহাশয় কি আমাদের বিদেশ-গমন সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন?"

গোপাল উত্তর করিল,—"হঁ! আমাদের প্রতিবেশী রাধানাথ চক্রবর্ত্তীর ভায়রাভাইয়ের ভগিনীপতি বিলাত গিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণী লইয়া রাধানাথের সহিত মাশ্চটক্ মহাশয়ের মোকদ্দমা হইয়াছিল। রাধানাথের কুটুম্ব বিলাত গিয়াছিল, সেই অপরাধে রাধানাথকে তিনি একঘরে করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

সুরেশ বলিল,—"দেখ গোপাল! এক জনেরও অপকার করিলে ঘোর পাপ হয়! বিদেশ-গমন সম্বন্ধে যাহারা প্রতিবন্ধকতা করে, তাহাদের দ্বারা কোটি কোটি লোকের অপকার হয়। তাহাদের পাপের সীমা-পরিসীমা নাই। তাহাদের শরীর হইতে ঘোরতর দুর্গন্ধ বাহির হয়। এখন বুঝিলাম যে, কেন মাশ্চটক্ মহাশয়ের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।"

মাশ্চটক্‌দিগের ভরণপোষণ সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমুদয় আয়োজন করিয়া সুরেশ আর একটি কাজ করিল। যে লোক ইঁহাদের বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন, গোপালের সহিত সুরেশ তাঁহার নিকট গমন করিয়া, মাশ্চটক্‌দিগের অবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইল। সুরেশের পিতা ও ভগিনীর সহিত মাশ্চটক্ মহাশয় কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন,

তিনি তাহা অবগত ছিলেন। এক্ষণে গোপালের মুখে সুরেশের সদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারও ইচ্ছা হইল। মাশ্চটক্ মহাশয়কে বাটীতে বাস করিবার নিমিত্ত তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন।

মাশ্চটক্-গৃহিণীর জ্ঞান-গোচরের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। নগদ টাকা ও দ্রব্যাদির নিমিত্ত মূল্য কে দিতেছে, কেবল একবার তিনি মুদিকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মুদি কোন কথা গোপন করিল না। মুদির উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"সুরেশ!"—কেবল এই একটি কথা বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। নগদ যে পাঁচ টাকা পাইতেন, তাহা দিয়া মৎস্য ও তরকারি তিনি বড় ক্রয় করিতেন না। তাহার অধিকাংশ, আগুন করিবার নিমিত্ত তিনি কাঠ, কয়লা ও গুল কিনিয়া নষ্ট করিতেন।

এইরূপে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। মাশ্চটক্-গৃহিণীর মন আরও বিকৃত হইল। মাশ্চটক্ মহাশয় অধিক আহার করিতেন। তাহা ভালরূপ পরিপাক হইত না। তক্তপোষের পার্শ্বে বসিয়া তিনি অনেকবার রাশি রাশি মল ত্যাগ করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বার বার তাহা পরিষ্কার করিতেন; দিন দিন পরিষ্কার করিতে করিতে সেই বিষ্ঠাকে মাশ্চটক্-গৃহিণীর গোবর বলিয়া ভ্রম হইল। জলে গোবর গুলিয়া বাড়ীর সর্ব্বত্র সেচন করা,—ও দিনের মধ্যে চারি বার নিজের মাথায় ঢালা,—এ অভ্যাস বহুকাল হইতে তাঁহার ছিল। গোবর-ভ্রমে এক্ষণে বিষ্ঠা জলে গুলিয়া তিনি ঘরে ঘরে, প্রাঙ্গণে, বিছানায়, হাঁড়িতে কুড়িতে, সর্ব্বত্র ছড়াইতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে;—ইঁহাদের বাড়ীর পশ্চাতে পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে যে পতিত ভূমি ছিল, তাহাতে পাড়ার নীচ লোকেরা মল ত্যাগ করিত। গোবর-জ্ঞানে মাশ্চটক্-গৃহিণী সেই সমুদয় বিষ্ঠা অতি যত্নে সংগ্রহ করিতেন ও হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া বাড়ী আনিতেন।

"অনেক গোবর পাইয়াছি" এইরূপ আনন্দে তিনি সেই সমুদয় বিষ্ঠা জলে গুলিয়া বাড়ীর সর্ব্বত্র ছড়াইতেন ও দিনের মধ্যে চারি বার নিজের মাথায় ঢালিতেন। বিষ্ঠার গন্ধে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মাশ্চটক মহাশয় তক্তপোষের উপর বসিয়া ভোজন করিতেন। ভাত, ডাল ও তরকারি বিছানার উপর পড়িত। মাশ্চটক-গৃহিণী কত আর পরিষ্কার করিবেন? তিনি ভাবিলেন যে, গোবর-জল দিলেই শগড়ির দোষ কাটিয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া, সেই বিষ্ঠা মিশ্রিত জল তিনি বিছানায় ছড়াইতে ও মাশ্চটক্ মহাশয়ের মাথায়ও দিনের মধ্যে চারিবার ঢালিতে লাগিলেন। সেই সময় মাশ্চটক্ মহাশয় "ময়না ময়না" করিয়া কেউ কেউ করিতেন। কিন্তু গৃহিণী তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া সেই তরল বিষ্ঠা তাঁহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন। ফল কথা, শগড়ি ও বিষ্ঠায় মাখামাখি থাকিয়া স্ত্রীপুরুষে এখন কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মাশ্চটক-গৃহিণী প্রায় সর্ব্বদাই সদর দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সহজ অবস্থাতেই পাড়ার লোক বড় কেহ তাঁহাদের বাটী গমন করিত না। কিন্তু এক্ষণে এই সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই আর কেহ তাঁহাদের বাটী যাইত না। মাসের প্রথমে, সদর দ্বারে বসিয়া দূরে দূরে থাকিয়া, মুদি তাঁহাকে দ্রব্যাদি দিয়া যাইত। সুরেশ প্রতি মাসে মুদিকে টাকা দিয়া আসিত।

এই ভাবে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। কাঠ, কয়লা, গুল অথবা অন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত মাশ্চটক-গৃহিণী মাঝে মাঝে সদর দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিতেন। একবার সকলে দেখিল যে, সাত আট দিন তাঁহাদের দ্বার ক্রমাগত বন্ধ রহিল। সেই সময় মাসিক দ্রব্যাদি প্রদান করিবার সময়ও হইল। মুদি আসিয়া অনেক ডাকা-ডাকি করিল ও সদর দ্বার ঠেলিল। কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। খিড়কি দ্বারে গিয়া সে

দ্বারেও বন্ধ দেখিল। তখন গোপাল, গোপালের মা প্রভৃতি প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদিগের স্মরণ হইল যে, সাত আট দিন মাশ্চটক্-গৃহিণী স্নান করিতে, জল লইতে অথবা অন্য কোন কাজ করিতে পুষ্করিণীতে আসেন নাই। কোন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, সকলে এক্ষণে সেইরূপ অনুমান করিল। বাড়ীর বাহিরে বৃহৎ একটি বৃক্ষ ছিল। একজন তাহার উপর উঠিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার জানালা সমুদয় বন্ধ রহিয়াছে। মাশ্চটক্-গৃহিণীকে সে দেখিতে পাইল না।

অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া পুলীশে সংবাদ দিল। পুলীশ আসিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া কয়েকজন প্রতিবেশীর সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল; তাহার পর মাশ্চটক্ মহাশয়ের ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সকলে দেখিল যে, তক্তপোষে মাশ্চটক মহাশয়ের এবং মেজেতে তাঁহার গৃহিণীর মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সাত আট দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রাণত্যাগ হইয়া থাকিবে কারণ, দুইটি দেহই স্ফীত হইয়াছিল ও পচিয়া গিয়াছিল। দুই জনেরই চক্ষু ইন্দুরে খাইয়া গিয়াছিল ও শরীরের নানা স্থান পিপীলিকা দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। গলিত দেহ দুইটি হইতে এরূপ ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল যে, ঘরের ভিতর কেহ তিষ্ঠিতে পারিল না; সকলেই ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পুলীশের লোক ও প্রতিবেশিগণ সকলে দেখিল যে, ঘরের ভিতর বৃহৎ একখানি ভগ্ন লৌহ-কড়াতে কয়লা ও গুলের ছাই পড়িয়া আছে। মাশ্চটক্-গৃহিণী ঘরের ভিতর গুলের অগ্নি করিয়া দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত কয়লা অথবা গুল হইতে যে বিষময় বাষ্প নির্গত হয়, তাহা হইতেই ইঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, সকলে এইরূপ স্থির করিল।

সেরূপ গলিত দুর্গন্ধবিশিষ্ট মৃত দেহ প্রতিবেশিগণ ঘাটে লইয়া যাইতে সম্মত হইল না। সরকারী লোক দ্বারা তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

মাশ্চটক্ মাশ্চটক্নীর মৃত্যু হইয়াছে জানিতে পারিয়া গোপালের মা তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় সুরেশের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাতার আজ্ঞায়, তাঁহাদের সৎকারের নিমিত্ত, সুরেশ তিনজন বন্ধুর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সুরেশের পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে আসিয়া দেখিল যে, সরকারী লোক দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।

মাশ্চটক্দিগের বাটীতে প্রবেশ করিয়া সুরেশ, যে ঘরে প্রভাবতীর মৃত্যু হইয়াছিল, সেই ঘরে একবার গমন করিল। যে স্থানে প্রভাবতী শয়ন করিয়াছিল, সুরেশ তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। "প্রভা!—বোন্!—দিদি আমার!" আস্তে আস্তে এইরূপ কথা সে বলিতে লাগিল। সেই সময়, সহসা সেই ঘর এক অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূরিত হইল। সুরেশের মনে কে যেন শান্তি ঢালিয়া দিল। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া, সুরেশ মাশ্চটক্ মহাশয়ের ঘরে প্রবেশ করিল। তখনও ঘরে ভয়ানক দুর্গন্ধ ছিল। নাকে কাপড় দিয়া সুরেশ এদিক ওদিক্ দেখিতে লাগিল। মাশ্চটক্ মহাশয়ের তক্তপোস, ঘরের দুই দিকের প্রাচীরের নিকট ছিল। সুরেশের দৃষ্টি সেই দেয়ালের উপর পড়িল। সুরেশ দেখিল যে, বসিয়া বসিয়া যতদূর পর্য্যন্ত পারিয়াছেন, মাশ্চটক্ মহাশয় কয়লা দিয়া সেই দেয়ালের গায়ে অনেক স্থানে বড় বড় অক্ষরে এই কয়টি কথা লিখিয়াছেন, "ময়না কোথা গেল!" টুক্, টুক্, টুক্!"

বাটী আসিয়া সুরেশ,—মাতার নিকট সমুদয় বিবরণ প্রদান করিল। বিরস বদনে, অশ্রুপূরিত লোচনে মাতা বলিলেন,—"এত দেখিয়া শুনিয়াও লোকের যে জ্ঞান হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য!"